রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জুন ১১, ১৯৯৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩রা বৈশাখ, ১৪০৪ বাং/১৬ই এপ্রিল, ১৯৯৭ ইং

আই, আর, ও, ১০০-আইন/৯৭/শ্রজম/শা-৯/রায়-১/৯৭—Industrial Relations Ordinance, 1969 (XXIII of 1969) এর section 37(2) এর বিধান মোতাবেক সরকার ২য় শ্রম আদালত, ঢাকা এর নিম্নবর্ণিত মামলাসমূহের রায় ও সিদ্ধান্ত এতদ্বারা প্রকাশ করিল, যথা ঃ—

ক্রমিক নং	মামলার নাম	মামলার নম্বর
১	২	৩
১।	অভিযোগ মামলা নং	২৯/৯৩
২।	অভিযোগ মামলা নং	৬৭/৯৩
৩।	অভিযোগ মামলা নং	৪৮/৯৫
৪।	অভিযোগ মামলা নং	৪৯/৯৫
৫।	মজুরী পরিশোধ মোঃ নং	৩২/৯৬

মূল্য ঃ টাকা ১২.০০

১	২	৩
৬।	আই, আর, ও, মামলা নং	১৭/৯৬
৭।	আই, আর, ও, মোকদ্দমা নং	৩৭/৯৬
৮।	মুজুরী পরিশোধ মামলা নং	৫৬/৯৫
৯।	ফৌজদারী মোকদ্দমা নং	৪৬/৯৬
১০।	আই, আর, ও, মামলা নং	১০/৯৬
১১।	অভিযোগ কেস নং	৪১/৯৫
১২।	আই, আর, ও, কেস নং	৪/৯৬
১৩।	অভিযোগ মামলা নং	৮৬/৯৫
১৪।	অভিযোগ মোকদ্দমা নং	৮৫/৯৫
১৫।	মুজুরী পরিশোধ মোঃ নং	৫/৯৬
১৬।	আই, আর, ও, মোকদ্দমা নং	৩৮/৯৬
১৭।	মুজুরী পরিশোধ মামলা নং	৬৫/৯৬
১৮।	আই, আর, ও, মোকদ্দমা নং	৯৮/৯৬
১৯।	অভিযোগ মোকদ্দমা নং	৫৪/৯৬
২০।	মুজুরী পরিশোধ মামলা নং	৭১/৯৬
২১।	ফৌজদারী মামলা নং	৫০/৯৬
২২।	ফৌজদারী মামলা নং	৪৯/৯৬
২৩।	অভিযোগ মামলা নং	৮/৯৬
২৪।	ফৌজদারী মামলা নং	৩০/৯৬
২৫।	ফৌজদারী মামলা নং	১৫/৯৫
২৬।	আই, আর, ও, মামলা নং	২৫৯/৯৫
২৭।	ফৌজদারী মামলা নং	২৮/৯৬

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নীর মোঃ সাখাওয়াত হোসেন
উপ-সচিব (শ্রম)।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা)
৪ নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং-২১/৯৩

মোঃ দুলাল মিয়া,
প্রযত্নে তাজিমের পানের দোকান,
সারুলিয়া,
ডেমরা, ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন, উহার পক্ষে—
চেয়ারম্যান, মতিঝিল বা/এ,
ঢাকা-১০০০।

(২) মহাব্যবস্থাপক,
করিম জুট মিলস লিমিটেড,
করিম এভিনিউ,,
ডেমরা, ঢাকা।

(৩) উপ-ব্যবস্থাপক (শ্রঃ কঃ),
করিম জুট মিলস লিমিটেড,
করিম এভিনিউ,,
ডেমরা, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

উপস্থিত ঃ মোঃ আব্দুর রাজ্জাক (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব আবদুর রব (মালিক পক্ষ) সদস্য।
জনাব মোঃ মহিউদ্দিন (শ্রমিক পক্ষ), সদস্য।

রায়ের তারিখঃ ২৬-১-৯৭

রায়

ইহা প্রথম পক্ষ মোঃ দুলাল মিয়া কর্তৃক বকেয়া বেতনসহ স্বপদে পুনর্বহালের আবেদনে ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারার আওতায় আনীত একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষিপ্তকারে তাহার মোকদ্দমা এই যে, তিনি দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে তাঁত বিভাগে "এ" শিফটে তাঁতী টোকেন নং-৩৯৬ হিসাবে গত ইং ১৮-১১-৭৯ তারিখ হইতে চাকুরী করিয়া আসিতেছিলেন। মোকদ্দমার সময় তিনি করিম জুট মিলস শ্রমজীবী ইউনিয়ন রেজিঃ নং-১৮৪৪ এর যুগ্ম-সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হন। তাহার বিরুদ্ধে ৩ নম্বর ২য় পক্ষের স্বাক্ষরে ২৯-১২-৯২ ইং তারিখে একটি অভিযোগ পত্র আনয়ন করা হয়। তিনি নিজেকে নির্দোষ ও

ঘটনায় জড়িত না থাকায় জবাব প্রদান করেন। প্রথম পক্ষের জবাব দ্বিতীয় পক্ষের নিকট সন্তোষজনক না হওয়ায় উক্ত ৩ নম্বর ২য়ঃ পক্ষ দুই সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। তিনি নির্ধারিত দিনে তদন্তে উপস্থিত হন। তদন্ত কমিটি কর্তৃক তাহাকে দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষীগণকে জেরা করিতে দেওয়া হয় নাই এবং স্বাক্ষীর জেরা সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। নিরপেক্ষভাবে তদন্ত না করিয়া ও স্বাক্ষীগণের স্বাক্ষ্য যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হয় নাই। ঘটনার সংগে প্রথম পক্ষ জড়িত ছিলেন না। ঘটনার সংগে জড়িত ব্যক্তিদের নিজেদের একজন স্বাক্ষী ব্যতীত অন্য কোন স্বাক্ষীরা ঘটনা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। যে স্বাক্ষী প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে স্বাক্ষ্য দিয়াছে সে বিরুদ্ধ পক্ষ ইউনিয়নের সদস্য এবং ঘটনার অন্যতম নায়ক আবদুর রশিদের আত্মীয় এবং তাহার পক্ষের লোকজন। উক্ত স্বাক্ষী ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন না। প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ স্বাক্ষী প্রমাণ করিতে পারেন নাই। স্বাক্ষীগণ তাহাকে নির্দোষ বলে সাব্যস্ত করিয়া স্বাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকর্তা হিসাবে তাহাকে কথিত ঘটনার সহিত জড়িত করা হইয়াছে। ঘটনার সংগে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত আবদুর রশিদ ও বদিউজ্জামানকে প্রথম পক্ষের সম্মুখে কোন জবানবন্দি গ্রহণ করা হয় নাই এবং তাহাদিগকে কোন জেরা করার কোন সুযোগ তাহাকে দেওয়া হয় নাই। ফলতঃ তদন্ত কার্যক্রম স্বাভাবিক ন্যায় বিচারের পরিপন্থী। দ্বিতীয় পক্ষ করিম জুট মিলস লিঃ একটি জাতীয়করণকৃত মিল এবং বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশনের দ্বারা সরাসরি নিয়ন্ত্রিত। কর্পোরেশনের একটি প্রবিধান রহিয়াছে। অভিযোগ তদন্ত, বরখাস্ত এবং প্রবিধানের ধারাসমূহ অনুসরণ করা হয় নাই। এমতাবস্থায়, ২ নং ২য়ঃ পক্ষ কর্তৃক তাহাকে চাকুরী হইতে বে-আইনীভাবে বরখাস্ত করা হয়। তিনি উক্ত বরখাস্ত আদেশ ২৭-২-৯৩ ইং তারিখ প্রাপ্ত হইয়া ১১-৩-৯৩ ইং তারিখে রেজিস্ট্রী ডাকযোগে অনুযোগপত্র প্রেরণ করেন। অনুযোগপত্রের প্রার্থনা মতে তাহাকে চাকুরীতে পুনর্বহাল না করায় অত্র মোকদ্দমা করিতে বাধ্য হইয়াছে।

অপরদিকে ২ ও ৩ নম্বর দ্বিতীয় পক্ষগণ কর্তৃক অত্র মোকদ্দমায় লিখিত বর্ণনা দাখিলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হইয়াছে। তাহাদের বক্তব্য মোতাবেক প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হইয়াছে এবং ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারায় মোকদ্দমা অচল মর্মেও লিখিত আপত্তিতে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

তাহাদের সুনির্দিষ্ট মোকদ্দমা এই যে, ২৭-১২-৯২ ইং তারিখের আনুমানিক ৪-৪৫ মিঃ এর সময় ২ নম্বর মিলের সমাপনী বিভাগে আঃ রশিদ, লাইন সরদারের সহিত বদিউজ্জামানের কথা কাটাকাটি এবং এক পর্যায়ে হাতাহাতি মারামারি হয় এবং উক্ত বিভাগে বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। ফলে বিভাগের কাজ কর্ম বন্ধ হইয়া উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং এই সকল অভিযোগে তাহাকে ২৯-১২-৯২ ইং তারিখে চার্জসীট প্রদান করা হয়। প্রথম পক্ষ ৩১-১২-৯২ ইং তারিখে উক্ত চার্জসীটের লিখিত জবাব দাখিল করেন। তাহার জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় এবং প্রথম পক্ষকে ২০-১-৯৩ ইং তারিখ সকাল ১০ ঘটিকায় তদন্ত কমিটির সম্মুখে হাজির হইতে নির্দেশ দেওয়া হয়। অতঃপর যথাসময়ে প্রথম পক্ষের সম্মুখে তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয় এবং ২০-১-৯৩, ১-২-৯৩ ইং তারিখে তদন্ত কার্য অনুষ্ঠিত হয়। তদন্তে প্রথম পক্ষের জবানবন্দি গ্রহণ করা হয়। স্বাক্ষীদের জবানবন্দি

গ্রহণ করা হয়। তাহাকে স্বাক্ষীদের জেরা করিবার সুযোগ এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ প্রদান করা হয়। তদন্ত কমিটি কর্তৃক ২-২-৯৩ ইং তারিখে প্রথম পক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। প্রথম পক্ষের অতীত চাকুরীর রেকর্ড দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, উহা সন্তোষজনক নহে অতীতে তাহার বিরুদ্ধে একাধিকবার অভিযোগ উত্থাপন পূর্বক সতর্ক বাণীসহ বিভিন্ন ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। তাহার পরেও তাহার আচরণের কোন পরিবর্তন হয় নাই। কাজেই, সংগত কারণেই তাহাকে উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রথম পক্ষকে গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে চাকুরী হইতে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ২৫-২-৯৩ ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। বরখাস্ত আদেশের বিরুদ্ধে প্রথম পক্ষ ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের বিধান মতে দ্বিতীয় পক্ষ বরাবরে অনুযোগ পত্র প্রেরণ করা হইয়াছে যাহা তামাদি দোষে বারিত বিধায় তাহার মোকদ্দমা শুধু ঐ কারণেই খারিজযোগ্য। প্রথম পক্ষের বরখাস্ত আদেশ বৈধ, আইন সম্মত বিধায় তাহার এই মোকদ্দমা খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয়ঃ

(১) মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে কি না?

(২) ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারার আওতায় ইহা বারিত কি না?

(৩) তর্কিত ২৫-২-৯৩ ইং তারিখের বরখাস্ত আদেশ রদ ও রহিত যোগ্য কি না?

(৪) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে কোন প্রতিকার পাইতে হকদার কি না?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

বিচার্য বিষয় নম্বরঃ ১, ২, ৩ ও ৪ঃ

সংক্ষিপ্তকরণ ও আলোচনার সুবিধার্থে সকল বিচার্য বিষয়গুলি আলোচনার জন্য একত্রে গৃহীত হইল। প্রথম পক্ষ মোঃ দুলাল মিয়া তাহার মোকদ্দমার সমর্থনে পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে স্বাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন এবং তাহার দাখিলী কাগজপত্র অভিযোগ পত্র, তদন্ত নোটিশ, বরখাস্ত পত্র, অনুযোগ পত্র ও রেজিস্ট্রী ডাক রশিদ, যথাক্রমে—প্রদর্শনী-১, ২, ৩, ৪ ও ৫ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। উক্ত পি, ডব্লিউ-১ কে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক জেরা করা হইয়াছে।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষগণের পক্ষে করিম জুট মিলের সহকারী সমন্বয় কর্মকর্তা, জনাব মোতাহার হোসেন খান কর্তৃক জবানবন্দি প্রদান করা হইয়াছে। তাহাকে প্রথম পক্ষ কর্তৃক জেরা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষের ফিরিস্তি যোগে দাখিলী কাগজাদি চার্জসীট, প্রদর্শনী-ক, ৩১-১২-৯২ ইং তারিখে প্রথম পক্ষের দাখিলকৃত জবাব, প্রদর্শনী-খ, ১৭-১-৯৩ তারিখে তদন্ত কমিটি গঠন ও তদন্তে উপস্থিত হওয়া সম্পর্কিত নোটিশ, প্রদর্শনী-গ, তদন্ত কার্যক্রম সংক্রান্ত কাগজাদি, প্রদর্শনী-ঘ সিরিজ, ২-২-৯৩ ইং তারিখে তদন্ত রিপোর্ট, প্রদর্শনী-ঙ, ২৫-২-৯৩ ইং তারিখের বরখাস্ত আদেশ, প্রদর্শনী-জ, ১১-৩-৯৩ ইং তারিখের অনুযোগ পত্র, প্রদর্শনী-ঝ, সতর্কবানী, প্রদর্শনী-চ সিরিজ এবং প্রথম পক্ষের ক্ষমা প্রার্থনা সম্পর্কিত আবেদন পত্র, প্রদর্শনী-ছ, সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। প্রথম পক্ষ যে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে করিম জুট মিলস লিঃ এ তাঁত বিভাগে তাঁতী হিসাবে ১৮-১১-৭৯ ইং তারিখ হইতে চাকুরী করিয়া আসিতেছিলেন এবং

সেই সূত্রে যে তিনি একজন স্থায়ী শ্রমিক ছিলেন এই সম্পর্কে কোন বিরোধ নাই। ইহাও স্বীকৃত যে, প্রদর্শনী-১ মূলে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র আনয়ন করা হয় এবং তাহার জবাবের প্রেক্ষিতে তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পক্ষের বক্তব্য এই যে, তিনি তদন্তের ঘটনার সহিত জড়িত ছিলেন না। তদন্তে তাহাকে দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষীগণকে জেরা করিতে দেওয়া হয় নাই বিধায় ন্যায় বিচার বিঘ্নিত হইয়াছে এবং তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগদান হইতে বঞ্চিত হইয়াছে বিধায় তদন্ত নিরপেক্ষ ও সঠিক হয় নাই এবং তাহার চাকুরীর কাল নিষ্কলুষ।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্য এই যে, তদন্ত যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহাকে জেরা করার এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সম্পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। তাহার চাকুরীর খতিয়ান নিষ্কলুষ নহে এবং বার বার তাহাকে সতর্কবানী দেওয়া হইয়াছে এবং তিনি ক্ষমাও চাহিয়াছেন। কাজেই, তাহাকে আইনানুগভাবে যথাযথ তদন্তের মাধ্যমেই বরখাস্ত করা হইয়াছে এবং অনুযোগ পত্র তামাদিতে বারিত।

স্বাক্ষ্যে প্রাপ্ত কাগজাদি ও উভয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবীদের বক্তব্য শুনানীর পরিপ্রেক্ষিতে ইহা উল্লেখ যে, ২৯-১২-৯২ ইং তারিখে অভিযোগ পত্রের জবাব, প্রথম পক্ষ কর্তৃক ৩১-১২-৯২ ইং তারিখে দাখিল করা হয় এই বিষয়ে কোন বিরোধ নাই। একইভাবে ২০-১-৯৩ ইং তারিখে অনুষ্ঠিতব্য তদন্ত সম্পর্কে ১৭-১-৯৩ ইং তারিখে তদন্ত নোটিশ বা তদন্ত কার্যক্রম ২০-১-৯৩ ইং হইতে ১-২-৯৩ ইং তারিখ পর্যন্ত পরিচালিত হওয়ার বিষয়ও কোন বিরোধ নাই। তদন্ত কার্যক্রম, প্রদর্শনী-ঘ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০-১-৯৩ ইং তারিখে প্রথম পক্ষ অভিযুক্ত দুলাল মিয়ার স্বাক্ষী সর্ব প্রথমেই গৃহীত হয় এবং তদন্ত কমিটি কর্তৃক তাহাকে জেরা করা হয় এবং তাহার জেরার স্বাক্ষ্য রেকর্ড করা হয়। অতঃপর অভিযুক্ত মোঃ দুলাল মিয়ার স্বাক্ষী মোঃ সাহাবুদ্দিন ও সুরুজ মিয়ার জবানবন্দির স্বাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় এবং তদন্ত কমিটি কর্তৃক তাহাদিগকে প্রশ্নাকারে জেরা করা হয় এবং জেরার স্বাক্ষ্য রেকর্ড করা হয়। আবদুর রশিদ, লাইন সরদার কর্তৃক সুরুজ মিয়াকে জেরা করা হয় এবং জেরার স্বাক্ষ্য রেকর্ড করা হয়। তৎকর্তৃক আবদুর রশিদের জবানবন্দি গ্রহণ করা হয় এবং তাহাকে প্রশ্নাকারে তদন্ত কমিটি কর্তৃক জেরা করা হয় এবং জেরার স্বাক্ষ্য রেকর্ড করা হয়। আবদুর রশিদের স্বাক্ষী মোঃ খলিল মিয়ার জবানবন্দি গ্রহণ করা হয় এবং তদন্ত কমিটি কর্তৃক তাহাকে জেরা করা হয়। প্রথম পক্ষ তাহাকে জেরা করিবেন না বলিয়াও রেকর্ডকরা হয়। অতঃপর উক্ত আবদুর রশিদের স্বাক্ষী খলিল মিয়ার জবানবন্দি গৃহীত হয় এবং তাহাকে তদন্ত কমিটি ও মোঃ দুলাল মিয়া উভয় কর্তৃক জেরা করা হয়। ইহার পর ১-২-৯৩ ইং তারিখে আবদুর রশিদের স্বাক্ষী রবিউল্লার জবানবন্দি নেওয়া হয় এবং তদন্ত কমিটি কর্তৃক প্রশ্নাকারে তাহাকে জেরা করা হয় এবং তাহার জবানবন্দি রেকর্ড করা হয় এবং মোঃ দুলাল মিয়া কর্তৃকও রবিউল্লাহকে জেরা করা হয়। তদন্ত কার্যক্রমের কাগজাদিসহ স্বাক্ষীর সীটে প্রথম পক্ষ মোঃ দুলাল মিয়ার স্বাক্ষর রহিয়াছে।

উপরোক্ত পরিস্থিতিতে নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করিলে ইহাই প্রকাশ পাইতেছে যে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সমর্থনের ও প্রমাণের নিমিত্ত অভিযোগকারী স্বয়ং তাহার স্বাক্ষীদের স্বাক্ষ্য প্রদান করার আবশ্যকতা ছিল। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে

আনীত অসদাচরণের অভিযোগটি দ্বিতীয় পক্ষের হাবিবুর সাহেব, পি, এম ও নূর ইসলাম সাহেব যাহারা আবদুর রশিদ, লাইন সর্দারের স্বাক্ষ্যমতে উপস্থিত ছিল তাহাদেরকে মিল কর্তৃপক্ষের পক্ষে এবং আবদুর রশিদ ও বদিউজ্জামানের কথা কাটাকাটি ও মারামারির বিষয়ক তাহাদের স্বাক্ষী তদন্ত কমিটি কর্তৃক সর্ব প্রথম রেকর্ড না হওয়ায় স্বাভাবিক ন্যায় বিচারের নিয়ম-নীতি লংঘিত হইয়াছে দেখা যায়। আরও দেখা যায় যে, অভিযুক্ত তাহার স্বাক্ষীদের স্বাক্ষ্য গ্রহণের পরে তদন্ত কমিটি কর্তৃক অভিযোগকারী পক্ষ অর্থাৎ আবদুর রশিদের ও তাহার স্বাক্ষীদের স্বাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু আবদুর রশিদের স্বাক্ষী খলিল ও বদিউল্লাহকে প্রথম পক্ষ মোঃ দুলাল মিয়া কর্তৃক জেরা করার সুযোগ দেওয়া হয় নাই এবং মোঃ দুলাল মিয়া তাহাদেরকে জেরা করিবে কি করিবে না এই বিষয় তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষ্যে উল্লেখ করা হয় নাই। কাজেই, অভিযোগকারী পক্ষের স্বাক্ষীকে অভিযুক্ত মোঃ দুলাল মিয়া কর্তৃক জেরা করিতে না দেওয়ায়, আত্মপক্ষ সমর্থনের নিয়মনীতি লংঘিত হইয়াছে দেখা যায়।

এই প্রসংগে পি, ডব্লিউ-১ মোঃ দুলাল মিয়া কর্তৃক তাহার স্বাক্ষ্যে তিনি বলিয়াছে যে, মূল মারামারির ও সাথে জড়িত আবদুর রশিদ ও বদিউজ্জামান এর কোন জবানবন্দি তাহার সম্মুখে নেওয়া হয় নাই এবং জেরা করিতেও দেওয়া হয় নাই। তাহারাও উক্ত ঘটনার জন্য বরখাস্ত হয়, পরে দুই জনকেই চাকুরী দেওয়া হয়।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের পক্ষে ডি, ডব্লিউ-১, মোঃ মোতাহার হোসেন খান তাহার জবানবন্দি এর স্বাক্ষী ইহা ব্যক্ত হয় ২০-১-৯৩ ও ১-২-৯৩ ইং তারিখে তদন্ত কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয় এবং তদন্তে প্রথম পক্ষের জবানবন্দি গ্রহণ করা হয় ও তাহাদের স্বাক্ষীদের জবানবন্দি গ্রহণ করা হয়। তাহার জেরার স্বাক্ষ্যে তিনি ব্যক্ত করেন যে, অভিযোগ মিল কর্তৃপক্ষের অন্য কোন ব্যক্তিগত অভিযোগ নহে। তিনি তদন্তকারী কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি মিল কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষীকে তদন্তকালে গ্রহণ করেন নাই। উপস্থিত পি, এম সাহেব ও অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্বাক্ষী গ্রহণ করেন নাই। রবিউল্লা ও আবদুর রশিদের স্বাক্ষী ছিল। সে সিবিএ এর ভয়ে তাহার নিকট সত্য কথা বলেন নাই মর্মে প্রথম পক্ষ কর্তৃক প্রস্তাব দেওয়া হইলে তিনি উহা সত্য নহে বলিয়া উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন যে, মারামারির সহিত জড়িত আবদুল মতিন ও আব্দুর রশিদের চাকুরী হইয়াছে কি না বলিতে পারেন না। উহা শ্রম বিভাগ বলিতে পারিবে। তিনি আরও বলেন কর্তৃপক্ষ তাহাদের কোন স্বাক্ষীদের তালিকা তাহার সম্মুখে দাখিল করেন নাই।

উপরোক্ত স্বাক্ষ্য, তদন্তের কার্যবিবরণী পর্যালোচনায় আমার নিকট ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে যে, তদন্ত কার্যক্রমটিতে প্রথমেই অভিযোগকারী পক্ষের স্বাক্ষ্য গ্রহণ না করায় স্বাক্ষ্য গ্রহণের স্বাভাবিক নিয়মনীতি লংঘিত হইয়াছে। ফলে তদন্ত প্রতিবেদন, প্রদর্শনী-ঙ টিও ত্রুটি পূর্ণ হইয়াছে মর্মে প্রতীয়মান হইতেছে। তবে প্রথম পক্ষের দাবী মতে তাহার চাকুরীর খতিয়ান নিষ্কলুষ ইহা প্রথম পক্ষ প্রমাণ করিতে পারেন নাই। অপরদিকে প্রদর্শনী-চ সিরিজ ও ছ সিরিজ মতে দেখা যায় যে, তিনি বিভিন্ন সময়ে বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিতি, সাময়িক কর্মচ্যুত থাকা, কাজে গাফিলতি ও খামখেয়ালীপনা ইত্যাদি বিষয়ে অভিযোগ পত্র প্রাপ্ত হন ও অভিযোগের প্রেক্ষিতে তাহার দেয় জবাবের ভিত্তিতে তাহাকে বহুবার মিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

অপরদিকে প্রদর্শনী-৪ ও প্রদর্শনী-ঝ হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ মোঃ দুলাল মিয়া কর্তৃক ২৫-২-৯৩ ইং তারিখের বরখাস্ত আদেশের বিরুদ্ধে ১১-৩-৯৩ ইং তারিখে অনুযোগপত্র রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়। রেজিষ্ট্রী ডাক রশিদ, প্রদর্শনী-৫। মোকদ্দমাটি অত্র আদালতে দায়ের করা হইয়াছে ২৪-৪-৯৩ ইং তারিখ অর্থাৎ অনুযোগ পত্র ও তৎপ্রেক্ষিতে ও মালিকের সিদ্ধান্ত প্রেরণের ১৫ দিনের সময় কাল অর্থাৎ ২৬-৩-৯৩ ইং তারিখ হইতে ২৯ দিন পরে। কাজেই, উপরোক্ত অবস্হায় স্বাক্ষ্য প্রমাণাদি বিশ্লেষণে আমি এই সিদ্ধান্ত উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, যেহেতু তদন্ত কার্যক্রমে স্বাক্ষী প্রমাণের একদিকে যেমন স্বাভাবিক নিয়মনীতি লংঘিত হইয়াছে। অপরদিকে জবানবন্দিতে প্রথম পক্ষ প্রমাণ করিতে পারেন নাই যে, তাহার চাকুরীকাল সন্তোষজনক বা নিষ্কলুষ ছিল। প্রকারান্তরে, দ্বিতীয় পক্ষ যথাযথ কাগজাদি দ্বারা ইহা প্রমাণ করিয়াছেন যে, তাহার চাকুরীকালে তাহাকে বহুবার বিভিন্ন সময়ে সতর্কীকরণ নোটিশ দেওয়া হইয়াছে এবং তিনি নিজেও তাহার কৃত কর্মের জন্য দ্বিতীয় পক্ষের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। আলোচ্য পরিস্হিতিতে প্রথম পক্ষের ২৫-২-৯৩ ইং তারিখের বরখাস্ত আদেশকে টারমিনেশন আদেশে রূপান্তরিত করা হইলে ন্যায় বিচার নিশ্চিত হইবে বলিয়া আমি মনে করি।

এমতাবস্হায়, ১ নং বিচার্য বিষয় প্রসংগে আমার বক্তব্য এই যে, মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে কোন প্রতিবন্ধকতা নাই এবং ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্হায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারার আওতায় ইহা বারিত নহে এবং প্রথম পক্ষের তর্কিত বরখাস্ত আদেশটি টারমিনেশন আদেশে রূপান্তরিত হইতেও আইনগত কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। বিজ্ঞ সদস্যদেব সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। তাঁহারাও একই মত পোষণ করিয়াছেন।

সুতরাং এইরূপ:

আদেশ

হইল যে মোকদ্দমাটি উভয় পক্ষের শুনানীতে নিঃখরচায় আংশিক মঞ্জুর হইল। প্রথম পক্ষ (মোঃ দুলাল মিয়া) এর ২৫-২-৯৩ ইং তারিখের বরখাস্ত আদেশকে টারমিনেশন আদেশে রূপান্তরিত করা হইল। দ্বিতীয় পক্ষকে অদ্য হইতে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে প্রথম পক্ষ মোঃ দুলাল মিয়াকে ২৫-২-৯৩ ইং তারিখের (যাহা টারমিনেশন আদেশে রূপান্তরিত) বরখাস্ত আদেশ পর্যন্ত তাহার প্রাপ্য বকেয়া বেতন-ভাতাদিসহ টারমিনেশনের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের নিমিত্ত নির্দেশ দেওয়া হইল।

অত্র আদেশের তিনটি অনুলিপি সরকার বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

অভিযোগ মোকদ্দমা নং ৬৭/১৯৯৩

মোঃ আবদুল হাকিম,
পিতা মৃত খলিল মিয়া,
গ্রাম লক্ষণ খোলা,
পোঃ লক্ষণ খোলা,
থানা বন্দর,
জেলা নারায়ণগঞ্জ—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) সামসুল আলামিন কটন মিলস লিঃ,
পক্ষে—উহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
৭৩, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা,
দ্বিতীয় ফ্লোর, মতিঝিল, ঢাকা।

(২) উপ-মহাব্যবস্থাপক,
সামসুল আলামিন কটন মিলস লিঃ, ধামগড়,
নারায়ণগঞ্জ।

(৩) ঊর্ধ্বতন শ্রম কর্মকর্তা,
সামসুল আলামিন কটন মিলস লিঃ,
ধামগড়, নারায়ণগঞ্জ—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

উপস্থিত : জনাব মোঃ আবদুর রাজ্জাক (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব আনোয়ারুল আফজাল, (মালিক পক্ষ), সদস্য।
জনাব মামুনুর রশিদ চৌধুরী, (শ্রমিক পক্ষ), সদস্য।

রায়ের তারিখ : ৩০-১-৯৭।

রায়

ইহা প্রথম পক্ষ মোঃ আবদুল হাকিম কর্তৃক বকেয়া বেতনসহ স্বপদে পুনর্বহালের আবেদনে ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারার আওতায় আনীত একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষিপ্তাকারে তাহার মোকদ্দমা এই যে, তিনি দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে টুইস্টার পদে ২৩-১-৮৩ ইং তারিখে চাকুরীতে যোগদান করেন এবং তাহার কর্মদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে ১৯-২-৯২ ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে হেড জবার পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। তাহার সর্বশেষ মাসিক মজুরী ছিল ১০৮০ টাকা। তাহার চাকুরীর খতিয়ান নিষ্কলুষ। সম্পূর্ণ বানোয়াট, মিথ্যা ও মনগড়া তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া ২২-৫-৯৩ ইং তারিখে কারণ দর্শানো নোটিশসহ তাহাকে সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রদান করা হয়। তিনি তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করিয়া ২৪-৫-৯৩ ইং তারিখে উহার জবাব দাখিল করেন। তাহার জবাব দাখিলের পরেও ২২-৫-৯৩ ইং তারিখের পত্র দ্বারা ৯-৬-৯৩ ইং তারিখে তদন্তে উপস্থিত থাকার জন্য তাহাকে নির্দেশ দেওয়া হয়। তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান, অনিবার্য কারণে তদন্ত স্থগিত করেন এবং তাহাকে চলিয়া যাইতে বলেন। পরবর্তীতে তারিখ জানানো হইবে বলিয়াও তিনি তাহাকে বলেন। পর্যায়ক্রমে ৩/৪ বার তদন্তের তারিখ ধার্য করিয়াও তিনি প্রতিবারই তদন্ত না করিয়া

স্থগিত করেন। ২৩-৬-৯৩ ইং তারিখ কর্তৃপক্ষের মৌখিক নির্দেশে পুনরায় তিনি তদন্তে উপস্থিত হন। তদন্ত কমিটির সদস্য জনাব এমদাদুল হক তাহাকে জ্ঞাপন করেন যে, তাহার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ তিনি গোপনে তদন্ত করিয়াছেন এবং তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হইয়াছেন। শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার জন্য এই কাগজপত্রে স্বাক্ষর করার জন্য তাহাকে তদন্তে ডাকা হইয়াছে। এই কাগজপত্রে স্বাক্ষরের পর তাহাকে কাজে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হইবে অন্যথায় কাজ দেওয়া হইবে না। প্রথম পক্ষ ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া লিখিত কাগজে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য হন। ইহার পর তিনি ১৩-৭-৯৩ ইং তারিখে কাজের জন্য উপস্থিত হইলে ঊর্ধ্বতন শ্রম কর্মকর্তার স্বাক্ষরিত ৬-৭-৯৩ ইং তারিখের একটি বরখাস্ত আদেশ তাহাকে প্রদান করা হয়। তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই এবং তাহারা তদন্তে তাহার কোন স্বাক্ষীর স্বাক্ষ্য গ্রহণ করে নাই এবং কর্তৃপক্ষেরও কোন স্বাক্ষ্য নেওয়া হয় নাই। বরখাস্ত পত্র উল্লেখিত ৯-৬-৯৩ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত তদন্তের কথা মিথ্যা, বানোয়াট, ভিত্তিহীন ও কাল্পনিক। প্রকৃতপক্ষে সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহারপূর্বক কাজে যোগদানের মিথ্যা আশ্বাসে আশ্বাস্থ করিয়া অবৈধভাবে তাহার স্বাক্ষর গ্রহণ করিয়া ৬-৭-৯৩ ইং তারিখ ঊর্ধ্বতন শ্রম কর্মকর্তার স্বাক্ষরকৃত পত্র দ্বারা তাহাকে ১৩-৭-৯৩ ইং তারিখে বরখাস্তের আদেশ দেওয়া হয়। তদুপরি নিয়োগকর্তার কোন অনুমোদন ছাড়াই আইন বহির্ভূতভাবে প্রথম পক্ষকে বরখাস্তের আদেশ দিয়া ন্যায় নীতির পরিপন্থি আচরণ করা হইয়াছে। তিনি সংক্ষুব্ধ হইয়া ১৯-৭-৯৩ ইং তারিখে বকেয়া মজুরীসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের আবেদন জানাইয়া রেজিষ্ট্রী ডাক মারফত একটি অনুযোগ পত্র প্রেরণ করেন। ২য় পক্ষ তাহার অনুযোগ পূরণ করেন নাই। সেহেতু তিনি এই মোকদ্দমা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

অপরদিকে বিবাদীপক্ষগণ কর্তৃক লিখিত আপত্তিযোগে মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। লিখিত আপত্তি মোতাবেক তাহাদের বক্তব্য এই যে, প্রথম পক্ষের অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে না এবং উহা অত্র আদালতের এখতিয়ার বহির্ভূত এবং তিনি অত্র মামলা দায়ের করিবার পূর্বে তৎকর্তৃক শ্রম আইনের ২৫(১)(ক) ধারার বিধান যথাযথ পালন করা হয় নাই বিধায় তাহার মামলা রক্ষণীয় নহে। প্রথম পক্ষের মাসিক মজুরী ১০৮০ টাকা ছিল না বা তাহার অতীত চাকুরীর রেকর্ড সন্তোষজনক নয়। তাহাকে দ্বিতীয় পক্ষ বহুবার সতর্ক করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও তাহার অসদাচরণের কার্যকলাপের কোন পরিবর্তন হয় নাই। ২২-৫-৯৩ ইং তারিখের প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হয়। তিনি ১৭-৫-৯৩ ইং তারিখে ডেইলী রিলার পারভিন আক্তারের নামে মিথ্যা ২৩ দফা উৎপাদন লিখিয়া রাখিয়াছেন এবং মিথ্যা উৎপাদন লিখা তাহার দীর্ঘ দিনের অভ্যাস। ফলে কোম্পানী আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইহা ব্যতিরেকে কোন রিলারের উৎপাদিত মালামাল কম হইলে তিনি অন্য রিলারের মালামাল দ্বারা পূরণ করিতেন। উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে তাহার জবাবে আংশিক দোষ স্বীকার করেন। তাহার জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় উক্ত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় এবং ২৮-৫-৯৩ ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে ৯-৬-৯৩ ইং তারিখে তাহাকে তদন্তে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনি উক্ত তদন্তে উপস্থিত হন। তদন্ত কমিটি ১২-৬-৯৩ ইং তারিখে দুপুর ১২ ঘটিকায় পর্যন্ত তদন্ত স্থগিত রাখেন যাহা তাহাকে অবহিত

করা হয়। ১২-৬-৯৩ ইং তারিখে তদন্তে হাজির হইলে তাহার বক্তব্য রেকর্ড করা হয়। তিনি তাহার বক্তব্যে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ১২-৬-৯৩ ইং তারিখের তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়ায় উহা ১৯-৬-৯৩ ইং তারিখ পর্যন্ত স্থগিত করা হয়। ১৯-৬-৯৩ ইং তারিখে পুনরায় তাহার বক্তব্য রেকর্ড করা হয়। ঐ দিন তাহার উপস্থিতিতে স্বাক্ষী পারভীন আক্তারের জবানবন্দী রেকর্ড করা হয় এবং তাহাকে জেরা করিবার নিমিত্ত প্রথম পক্ষকে সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি স্বাক্ষী পারভীন আক্তারকে জেরা করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। তিনি তাহার বক্তব্য ও স্বাক্ষীর বক্তব্যে দস্তখত করেন। ইহার পর ২২-৬-৯৩ ইং তারিখে তাহার উপস্থিতিতে স্বাক্ষী আঃ মান্নানের জবানবন্দী রেকর্ড করা হয়। ২৩-৬-৯৩ ইং তারিখে প্রথম পক্ষ স্বাক্ষী আঃ মান্নানকে জেরা করেন। ইহা মোটেও ঠিক নহে যে তদন্ত কমিটি তাহার উপস্থিতিতে কোন তদন্ত করেন নাই এবং তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সকল প্রকার সুযোগ প্রদান করাসহ দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষীকে জেরা করার সুযোগ প্রদান করা হয় নাই বা নিরপেক্ষ তদন্ত হয় নাই। তদন্ত কমিটির সদস্য এমদাদুল হক কর্তৃক তাহাকে জানানো হয় নাই যে, গোপন তদন্তের মাধ্যমে তিনি নির্দোষ স্বাব্যস্ত হইয়াছেন। শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার জন্য তাহাকে তদন্তে ডাকা হইয়াছে। তাহাকে কাগজপত্রে স্বাক্ষরের পর তাহাকে কাজে যোগদান করিতে দেওয়া হইবে এই আশ্বাসে উক্ত লিখিত কাগজে তাহার স্বাক্ষর গ্রহণ করা হয়। তদন্ত সঠিকভাবে হইয়াছে। ইহা ব্যতিরেকে প্রথম পক্ষের অনুযোগ পত্র প্রাপ্ত হইয়া দ্বিতীয় পক্ষ তাহাকে ১০-৮-৯৩ ইং তারিখে ব্যক্তিগত শুনানীতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু তিনি ব্যক্তিগত শুনানীতে হাজির না হওয়ায় তাহার অনুযোগ পত্র প্রত্যাখান করিয়া ১৫-৮-৯৩ ইং তারিখে তাহাকে পত্র প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় পক্ষকে নানাভাবে হয়রানী করার মানষে মিথ্যা কাহিনীর অবতারণা করিয়া এই মামলা দায়ের করা হইয়াছে বিধায় প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা খরচাসহ খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয় ঃ

(১) মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে কি না?

(২) প্রথম পক্ষের সর্বশেষ বেতন ১০৮০ টাকা ছিল কি না?

(৩) মোকদ্দমাটি অত্র আদালতের এখতিয়ারাধীন কি না?

(৪) তদন্তে প্রথম পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল কি না এবং তদন্তে স্বাভাবিক নিয়মনীতি লংঘিত হইয়াছে কি না?

(৫) ৬-৭-৯৩ ইং তারিখের তর্কিত বরখাস্ত আদেশ রদ ও রহিত যোগ্য কি না?

(৬) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে কোন প্রতিকার পাইতে হকদার কি না?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

বিচার্য বিষয় নম্বর ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ ঃ

সংক্ষিপ্তকরণ ও আলোচনার সুবিধার্থে সকল বিচার্য বিষয়গুলি আলোচনার জন্য একত্রে গৃহীত হইল।

প্রথম পক্ষ মোঃ আবদুল হাকিম পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে স্বাক্ষ্য দিয়াছেন এবং তাহার দাখিলী কাগজাদি পদবী পরিবর্তন ও ৩-৩-৮৭ ইং তারিখে ভারপ্রাপ্ত জবার হিসাবে কাজ করার অনুমতি পত্র, প্রদর্শনী-১ সিরিজ, ২২-৫-৯৩ ইং তারিখের কারণ দর্শানো নোটিশ, প্রদর্শনী-২, ২৮-৫-৯৩ ইং তারিখের তদন্ত নোটিশ, প্রদর্শনী-৩, ৬-৭-৯৩ ইং তারিখ চাকুরীর বরখাস্ত আদেশ, প্রদর্শনী-৪ ১৯-৭-৯৩ ইং তারিখে অনুযোগ পত্র, প্রদর্শনী-৫ এবং রেজিষ্ট্রী ডাক রশিদ, প্রদর্শনী-৫(ক) হিসাবে চিহ্নিত হইল। পি, ডব্লিউ-১কে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক জেরাও করা হইয়াছে।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের পক্ষে তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান দীলিপ মজুমদার, ও,পি, ডব্লিউ-১ এবং সদস্য মোঃ এমদাদুল হক ও, পি, ডব্লিউ-২ হিসাবে স্বাক্ষী প্রদান করিয়াছেন। তাহাদেরকে প্রথম পক্ষ কর্তৃক জেরাও করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষের দাখিলী কাগজাদি অংগীকার পত্রের ক্ষমা প্রার্থনা ও সতর্কীকরণ পত্র, প্রদর্শনী-ক সিরিজ, ২৪-৫-৯৩ ইং তারিখে প্রথম পক্ষ কর্তৃক দাখিলী জবাব, প্রদর্শনী-খ, কৈফিয়ত তলব হইতে অব্যাহতি প্রাপ্তির আবেদন সংক্রান্ত প্রথম পক্ষের ৬-৫-৯৩ ইং তারিখের দরখাস্ত, প্রদর্শনী-গ, তদন্ত কার্যক্রম, প্রদর্শনী-ঘ এবং ২৭-৬-৯৩ ইং তারিখের তদন্ত প্রতিবেদন প্রদর্শনী-ঙ সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে।

উপরে বর্ণিত কাগজাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১৯-২-৯২ ইং তারিখ দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত স্মারক, প্রদর্শনী-১ মূলে প্রথম পক্ষের বেতন পদবী পরিবর্তনের ফলে মজুরী ৭৬০--৩২--১২৪০ টাকার স্কেলে মূল মজুরী ১০৮০ টাকায় নির্ধারণ করা হয় এবং উহা ১-২-৯২ ইং তারিখে কার্যকর হয়। ৮-৮-৯৩ ইং তারিখে অত্র অভিযোগ মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষের মাসিক মূল মজুরীর ১০৮০ টাকার স্বপক্ষে একদিকে যেমন দালিলিক কাগজাদি যুক্ত রহিয়াছে অপরদিকে তিনি নিজেও পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে স্বাক্ষ্য দিয়া বলিয়াছেন যে, তাহার সর্বশেষ মাসিক মজুরী ছিল ১০৮০ টাকা।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের এমন কোন দালিলিক কাগজাদি দেখানো হয় নাই যে, তাহার বেতন ১০৮০ টাকা ছিল না বা এই সম্পর্কে কোন স্বাক্ষীও ও, পি, ডব্লিউ-১ ও ও, পি, ডব্লিউ-২ কর্তৃক তাহাদের বক্তব্যে রাখা হয় নাই। কাজেই, আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, প্রথম পক্ষের সর্বশেষ বেতন ছিল ১০৮০ টাকা তাহা তিনি প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

আরজীর বিবরণ হইতে আরও দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট সামসুল আলামিন কটন মিলস লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর ঠিকানা ৭৩, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা এবং যথাক্রমে উপ-মহাব্যবস্থাপক ও ঊর্ধ্বতন শ্রম কর্মকর্তা এর ঠিকানা, ধামগড়, নারায়ণগঞ্জ। কাজেই, এই মোকদ্দমাটি তৃতীয় শ্রম আদালত ও অত্র আদালতের দায়েরযোগ্য বিধায় ইহা সরকারী প্রজ্ঞাপন মোতাবেক অত্র আদালতেই পরিচালনাযোগ্য। সুতরাং অত্র মোকদ্দমাটির শুনানী গ্রহণের এখতিয়ার অত্র আদালতের রহিয়াছে মর্মেও সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। আরও উল্লেখ্য যে যদিও উল্লেখিত জবাবে অধিক্ষেত্র সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করা হইলেও শুনানীকালে দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী কর্তৃক এই প্রসংগে অত্র আদালতের এখতিয়ার রহিয়াছে মর্মে সম্মতি জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

এক্ষণে, উভয় পক্ষের দাখিলী কাগজাদি ও স্বাক্ষ্য পর্যালোচনাকালে তদন্ত কার্যক্রম, প্রদর্শনী-ঘ হইতে দেখা যায় যে, তদন্ত কমিটি কর্তৃক তদন্তের প্রারম্ভেই অভিযুক্ত শ্রমিক প্রথম পক্ষ মোঃ আবদুল হাকিমের জবানবন্দী প্রশ্নাকারে গ্রহণ করা হইয়াছে। তদন্ত কার্যক্রমে স্বাভাবিক নিয়মকানুন হইতেছে অভিযোগকারীকে সর্ব প্রথম তাহার বা তাহার স্বাক্ষীগণকে তদন্ত কমিটির সম্মুখে স্বাক্ষী দিতে হইবে তদন্ত কমিটি কর্তৃক তাহাদিগকে জেরা করার নিমিত্ত অভিযুক্তকে

যথেষ্ট সুযোগ দান করিতে হইবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে ইহা পালিত না হওয়ায় তদন্তের স্বাভাবিক নিয়মকানুন একদিকে যেমন লংঘিত হইয়াছে অপরদিকে অভিযুক্তের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রাপ্তির বিষয়ে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা হইয়াছে। যদিও অভিযোগের সমর্থনে সংশ্লিষ্ট পারভীন ও আঃ মান্নানকে তদন্ত কমিটি কর্তৃক পরবর্তীতে পরীক্ষা করা হইয়াছে। যাহার মধ্যে পারভীনকে অভিযুক্ত প্রথম পক্ষ কর্তৃক জেরা করা হইতে বিরত থাকেন এবং আবদুল মান্নানকে প্রথম পক্ষ জেরা করেন।

দ্বিতীয়তঃ তদন্ত কার্যক্রম, প্রদর্শনী-ঙ হইতে দেখা যাইতেছে যে, প্রথম পক্ষকে তাহার অভিযোগ সম্পর্কে তাহার কি বক্তব্য ছিল তৎসম্পর্কে তাহার জবানবন্দী দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় নাই এবং এইরূপ সুযোগ না দিয়াই তদন্ত কমিটি কর্তৃক তাহাকে প্রশ্নাকারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইয়াছে যাহাতে স্বাভাবিকভাবেই তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ হইতে সে বঞ্চিত হইয়াছে। কাজেই, তদন্ত কমিটির তদন্তটি ত্রুটিপূর্ণ এবং ত্রুটিপূর্ণ তদন্তের ভিত্তিতে দাখিলী প্রতিবেদন, প্রদর্শনী-ঙ ত্রুটিপূর্ণ। সুতরাং উক্ত ত্রুটিপূর্ণ তদন্তের ভিত্তিতে প্রথম পক্ষকে ৬-৭-৯৩ ইং তারিখে দেয় বরখাস্ত আদেশটিও ত্রুটিপূর্ণ মর্মে আমার নিকট প্রতীয়মান হইতেছে।

অপরদিকে প্রদর্শনী-ক সিরিজ, প্রদর্শনী-খ ও গ হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষকে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে তিনি দুঃখিত ও লজ্জিত মর্মে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। তিনি ইতিপূর্বেও প্রায় একই ধরণের অভিযোগের প্রেক্ষিতে ক্ষমা প্রার্থনা চাহিয়া দরখাস্ত দিয়াছেন। তিনি তাহার কাজে যে গাফিলতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন সে সম্পর্কে কাগজাদি এই সিরিজে রহিয়াছে। কাজেই, প্রথম পক্ষের চাকুরীর খতিয়ান নিষ্কলুষ নহে। তিনি তাহার বরখাস্তের আদেশের তারিখ হইতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদর্শনী-২ মূলে চাকুরীতে পুনর্বহাল চাহিয়া অনুযোগ পত্র দাখিল করিয়াছেন। কিন্তু তাহার চাকুরীর খতিয়ান নিষ্কলুষ নহে বিধায় আলোচ্য পরিস্থিতিতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, প্রথম পক্ষের ৬-৭-৯৩ ইং তারিখের বরখাস্ত আদেশকে টারমিনেশন আদেশে রূপান্তরিত করিয়া তাহাকে উক্ত তারিখ পর্যন্ত সকল পাওনাদি পরিশোধের নির্দেশ দেওয়া হইলে ন্যায় বিচার নিশ্চিত হইবে।

বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। তাঁহারাও একই মত পোষণ করিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে—মোকদ্দমাটি উভয় পক্ষের শুনানীতে নিঃখরচায় আংশিক মঞ্জুর হইল। প্রথম পক্ষ মোঃ আবদুল হামিকের ৬-৭-৯৩ ইং তারিখের বরখাস্ত আদেশটি টারমিনেশন আদেশে রূপান্তরিত হইল।

দ্বিতীয় পক্ষকে অদ্য হইতে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে প্রথম পক্ষ মোঃ আবদুল হাকিমকে উপরে বর্ণিত ৬-৭-৯৩ ইং তারিখ পর্যন্ত তাহার প্রাপ্য বকেয়া বেতন ভাতাদিসহ টারমিনেশনের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের নিমিত্ত নির্দেশ দেওয়া গেল।

অত্র রায়ের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক

চেয়ারম্যান,

দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং ৪৮/৯৫

মোঃ দেলোয়ার হোসেন,
চাঁন্দ টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন,
কদমতলী, শ্যামপুর,
ডাকঘর ফরিদাবাদ, ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
চাঁন্দ টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
চাঁন্দ ম্যানশন,
৬৬, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

(২) মহাব্যবস্থাপক,
চাঁন্দ টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
কদমতলী, শ্যামপুর, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ মামলাটি প্রত্যাহার করার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষ হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব ফয়েজ আহাম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষের বক্তব্য শুনিলাম। প্রথম পক্ষ ছাঁটাইকৃত সমুদয় টাকা বুঝিয়া পাইয়াছেন বিধায় মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে—প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করার অনুমতি দেওয়া গেল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং ৪৯/৯৫

মোঃ আবুল হাশেম,
চাঁন্দ টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন,
কদমতলী, শ্যামপুর,
ডাকঘর ফরিদাবাদ, ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
চাঁন্দ টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
চাঁন্দ ম্যানশন,
৬৬, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

(২) মহাব্যবস্থাপক,
চাঁন্দ টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
কদমতলী, শ্যামপুর, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ মামলাটি প্রত্যাহার করার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষ হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব ফয়েজ আহাম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষের বক্তব্য শুনিলাম। প্রথম পক্ষ ছাঁটাইকৃত সমুদয় টাকা বুঝিয়া পাইয়াছেন বিধায় মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে—প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করার অনুমতি দেওয়া গেল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মোকদ্দমা নং ৩২/৯৬

আজমল হোসেন,
সহকারী ফ্যাক্টরী ম্যানেজার (টার্মিনেটেড),
সাতোশা এন্ড কোম্পানী লিমিটেড,
২৪, পশ্চিম মালিবাগ, (২য় তলা),
ঢাকা।

স্থায়ী ঠিকানা:
প্রযত্নে কাজী আবুল হোসেন,
৮২/৩এ, মাদার টেক,
বাসাবো, ঢাকা—**প্রথম পক্ষ।**

বনাম

(১) সাতোশা এন্ড কোম্পানী লিঃ,
২৪, পশ্চিম মালিবাগ (ডাক্তার গলি ২য় তলা),
থানা সবুজবাগ, ঢাকা।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
সাতোশা এন্ড কোম্পানী লিঃ,
২৪, পশ্চিম মালিবাগ (ডাক্তার গলি ২য় তলা),
থানা সবুজবাগ, ঢাকা—**প্রতিপক্ষগণ।**

আদেশের কপি

আদেশ নং ৫, তারিখ ২৫-১-৯৭।

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ উপস্থিত হইয়া মামলাটি আপোষের শর্ত মতে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। প্রথম পক্ষ আজমল হোসেনের জবানবন্দী গ্রহণ করা হইল। আপোষনামা প্রদর্শনী-১ এবং তাহাতে প্রথম পক্ষের স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১(১) হিসাবে চিহ্নিত হইল। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবীগণের বক্তব্য শ্রবণ করা হইল। মামলাটি আপোষের শর্ত মোতাবেক নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে। এমতাবস্থায়, এইরূপ:

আদেশ

হইল যে—আপোষনামার শর্ত মতে মামলাটি প্রত্যাহার করার জন্য প্রথম পক্ষকে অনুমতি দেওয়া গেল। আপোষনামা অত্র আদেশের অংশ হিসাবে গণ্য হইবে।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও, মামলা নং ১৭/৯৬

নাম মিঃ কাওসার,
ঠিকানা প্রযত্নে ক-৭৮, শাহাদাতপুর বাজার,
গুলশান, ঢাকা—দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
ইউনাইটেড রেডী ওয়্যার লিঃ,
১, হাজীপাড়া রোড,
রামপুরা, থানা সবুজবাগ,
ঢাকা-১২১৭।

(২) প্রডাকশন ম্যানেজার,
ইউনাটেড রেডী ওয়্যার লিঃ,
১, হাজীপাড়া রোড,
রামপুরা, থানা সবুজবাগ,
ঢাকা-১২১৭—প্রতিপক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১০, তারিখ ৬-১-৯৭।

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষ উপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আনোয়ারুল আফজাল ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মামুনুর রশিদ চৌধুরী উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম এবং ২য়ঃ পক্ষের বক্তব্য শুনিলাম। মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে।

সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে—মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতি জনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও, মোকদ্দমা নং ৩৭/৯৬

মনিরা বেগম,
পদবী অপারেটর, কার্ড নং ২৪৮,
আরকেডিয়া এ্যাপারেলস লিঃ,
প্রযত্নে নাজমা আক্তার,
২০০, শান্তিবাগ, ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) আরকেডিয়া এ্যাপারেলস লিঃ,
পক্ষে—ইহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
১/১, খিলগাঁও, হাজীপাড়া,
ডি, আই, টি, রোড, রামপুরা,
থানা সবুজবাগ, ঢাকা।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
আরকেডিয়া এ্যাপারেলস লিঃ,
১/১, খিলগাঁও, হাজীপাড়া,
ডি, আই, টি, রোড, রামপুরা,
থানা সবুজবাগ, ঢাকা।

(৩) ম্যানেজার,
আরকেডিয়া এ্যাপারেলস লিঃ,
১/১, খিলগাঁও, হাজীপাড়া,
ডি, আই, টি, রোড, রামপুরা,
থানা সবুজবাগ, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

অদেশ নং ৬, তারিখ ঃ ৬-০১-৯৭।

মামলাটি রক্ষণীয় বিষয় শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ মামলাটি প্রত্যাহার করিবার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষ উপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আনোয়ারুল আফজাল ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মামুনুর রশিদ চৌধুরী উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষের প্রত্যাহারের দরখাস্ত দেখিলাম। মামলাটি আপোষ মীমাংসা হওয়ায় প্রথম পক্ষ চালাইতে অনিচ্ছুক। কাজেই, প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে—প্রথমপক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল।
অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মামলা নং ৫৬/৯৫

মোঃ শাকিল,
প্রযত্নে ৩০, উত্তর বাসাবো,
জিলপার, ঢাকা—দরখাস্কারী।

বনাম

মহাব্যবস্থাপক,
শাহ্ মাখদুল গার্মেন্টস লিঃ,
প্রধান অফিস ঃ ৭২/বি, মালিবাগ চৌধুরীপাড়া,
ঢাকা—অপর পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৩, তারিখ ঃ ১৬-১-৯৭।

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ মোঃ শাকিল উপস্থিত হইয়া মামলাটি প্রত্যাহার করার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষ হাজিরা দিয়াছেন। এখন সময় ১২-৩০ মিঃ। প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবীকে আদালতে ডাকিয়া পাওয়া গেল না। প্রথম পক্ষের বক্তব্য শুনিলাম। উভয় পক্ষের মধ্যে আপোষ মীমাংসা হওয়ায় প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনিচ্ছুক। কাজেই, প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে—মামলাটি প্রথম পক্ষকে প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

ফৌজদারী মোকদ্দমা নং ৪৬/৯৬

মনিরা বেগম,
পদবী অপারেটর, কার্ড নং ২৪৮,
আরকেডিয়া এ্যাপারেলস লিঃ,
প্রযত্নে নাজমা আকতার,
২০০, শান্তিবাগ, ঢাকা—দরখাস্তকারী।

বনাম

জনাব আমজাদ হোসেন,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
আরকেডিয়া এ্যাপারেলস লিঃ,
১/১, খিলগাঁও, হাজীপাড়া,
ডি, আই, টি, রোড,
রামপুরা, থানা সবুজবাগ, ঢাকা—আসামী।

আদেশের কপি

আদেশ নং ৬, তারিখঃ ১৫-১-৯৭।

মামলাটি বাদীনি মনিরা বেগম কর্তৃক ৬-১-৯৭ ইং তারিখের দাখিলী প্রত্যাহার করার দরখাস্ত আদেশের জন্য ধার্য আছে। বাদীনি ও আসামী অনুপস্থিত। প্রত্যাহারের দরখাস্তসহ নথি দেখিলাম। বাদীনি কর্তৃক দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত নথিভুক্ত রাখা হউক।

এমতাবস্থায় এইরূপ;

আদেশ

হইল যে—বাদীনির অনুপস্থিতির কারণে তাহার দাখিলী নাশিল ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৭ ধারার অওতায় খারিজ করা হইল এবং আসামী আমজাদ হোসেনকে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা গেল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও, মামলা নং ১০/৯৬

মোঃ হারুন মিয়া,
পিতা মৃত আবদুর রহিম মোল্লা,
গ্রাম দোয়ানী, পোঃ চরদিখলদী,
থানা নরসিংদী, জেলা নরসিংদী—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) আলীজান জুট মিলস লিঃ, পক্ষে ইহার
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান কার্যালয়,
লাল ভবন ষ্টেডিয়াম গেট, থানা মতিঝিল, ঢাকা।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
আলীজান জুট মিলস লিঃ,
প্রধান কার্যালয়, লাল ভবন, ষ্টেডিয়াম গেট,
মতিঝিল, ঢাকা।

(৩) ব্যবস্থাপক,
আলীজান জুট মিলস লিঃ,
নরসিংদী—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১০, তারিখঃ ১৮-১-৯৭।

মামলাটি রক্ষণীয়তার বিষয়ে শুনানীর জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব ফয়েজ আহাম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। মামলাটি রক্ষণীয়তার বিষয়ে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবীগণের বক্তব্য শুনিলাম এবং নথি পর্যালোচনা করা গেল। দরখাস্ত মোতাবেক প্রথম পক্ষ একজন নিরাপত্তা প্রহরী হইলেও তাহার দায়িত্ব বা কাজ নিরাপত্তা প্রহরীর পর্যায়ভুক্ত ছিল না এবং গেটে বসিয়া থাকিত এবং কর্মকর্তা কর্মচারীদের ফরমায়েসী কাজ করিত।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের রক্ষণীয়তার বিষয়ে দাখিলী দরখাস্তে এই মর্মে আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছে যে, দ্বিতীয় পক্ষের প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা প্রহরী হিসাবে প্রথম পক্ষ কর্মরত ছিলেন এবং স্বীকৃত মতে তাহার পদবী ছিল নিরাপত্তা প্রহরী। কাজেই, দায়েরকৃত প্রথম পক্ষের অত্র মামলা রক্ষণীয় নহে।

স্বীকৃত মতে প্রথম পক্ষ একজন নিরাপত্তা প্রহরী হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং গেটে বসিয়া থাকিতেন মর্মে নালিশা দরখাস্তে উল্লিখিত হইয়াছে। কাজেই, আমি এই মর্মে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, প্রথম পক্ষ একজন নিরাপত্তা প্রহরী বিধায় ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের আওতায় শ্রমিক সংজ্ঞাভুক্ত না হওয়ায় উক্ত আইনের ৩৪ ধারায় তাহার এই মামলাটি রক্ষণীয় নহে। বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে—মামলাটি দোতরফা শুনানীতে রক্ষণীয় নহে বিধায় খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

অভিযোগ কেস নং ৪১/৯৫

মোঃ লুৎফর রহমান, পিতা মৃত নিফাজ উদ্দিন,
সাবেক ফিটার-বি, জেনারেশন ডিজেল ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড,
হাতিরপুল, ঢাকা-১২০৫।
বর্তমানে ১৯৩, পশ্চিম আগারগাঁও (প্রযত্নে সেলিমের মুদি দোকান),
থানা মোহাম্মদপুর, জেলা ঢাকা—বাদী।

বনাম

(১) বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড পক্ষে—
চেয়ারম্যান, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন,
থানা মতিঝিল, জেলা ঢাকা।

(২) প্রধান প্রকৌশলী, সার্ভিসেস, আবদুল গণি রোড,
বিদ্যুৎ ভবন, থানা রমনা, জেলা ঢাকা।

(৩) পরিচালক, জেনারেশন ডিজেল,
২৮ নং, বংগবন্ধু এভিনিউ, থানা রমনা, জিলা ঢাকা—বিবাদী।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২৫, তারিখঃ ২১-১-৯৭।

মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ উপস্থিত। দ্বিতীয় পক্ষগণ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আবদুর রব ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মোঃ মহিউদ্দিন উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল। প্রথম পক্ষের সাক্ষী মোঃ লুৎফর রহমানের জবানবন্দী গ্রহণ করা হইল। প্রথম পক্ষের দাখিলী কাগজপত্র প্রদর্শনী-১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২ ও ১৩ হিসাবে চিহ্নিত হইল। মোকদ্দমার সমর্থনে প্রথম পক্ষের নিযুক্তীয় বিজ্ঞ-আইনজীবী জনাব মিলটন সমাদ্দার কর্তৃক উপস্থাপিত বক্তব্য শ্রবণ করা হইল।

ইহা প্রথম পক্ষ কর্তৃক ১৯৬৫ সনর শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(খ) ধারার আওতায় দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত তাহার ১৪-৯-৮২ ইং তারিখের চাকুরীর অপসারণ আদেশ এবং তাহার চাকুরীতে পুনর্বহাল সংক্রান্ত ১৯-১২-৯৪ ইং তারিখের দরখাস্ত নাকচ আদেশ বাতিল (Setaside) করিয়া বকেয়া বেতনসহ তাহাকে চাকুরীতে পুনর্বহালের নিমিত্ত দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দানের প্রার্থনায় অত্র মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা সংক্ষিপ্তকারে এই যে, তিনি দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে ৭-১-৬৫ ইং তারিখ ডিজেল জেনারেশন পরিদপ্তর, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ঢাকাতে ফিটার 'এ' পদে যোগদান করেন। তৎপর তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। প্রদর্শনী-১ সনদ পত্র। ২৫-১০-৭২ ইং তারিখ তিনি ফিটার-বি পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন। তিনি নিয়মিত বেতন ভাতাদি আহরণ করিতে থাকেন। ৮-৪-৭৭ ইং তারিখ তাহাকে বরিশালে বদলী করা হয়। তাহার স্ত্রীর অসুস্থাজনিত কারণে প্রথমে ৮ দিনের ও পরে তাহার অসুস্থতার কারণে তিনি ছুটির প্রার্থনা করেন। ছুটির দরখাস্তের সহিত মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দাখিল করা হয়। দ্বিতীয় পক্ষ তাহার ছুটি মঞ্জুর না করিয়া ৬-৭-৭৭ ইং তারিখ তাহাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিয়া কৈফিয়ত তলব করেন। তিনি উক্ত কৈফিয়তের জবাব দাখিল করেন। ইহার পর ১৬-৭-৭৯ ইং তারিখ কর্তৃপক্ষ তাহাকে সাময়িক বরখাস্ত আদেশ বাতিল করিয়া প্রদর্শনী-৪ মূলে কাজে যোগদানের নির্দেশ দেন এবং তিনি প্রদর্শনী-৫ মূলে ১৬-৬-৭৯ ইং তারিখ কাজে যোগদান করেন। পুনরায় তাহাকে এক সপ্তাহের মধ্যে বরিশালে বদলী করা হয়। তিনি তাহার সাময়িক বরখাস্তের তারিখ ২৬-৭-৭৭ ইং হইতে কাজে যোগদানের আগের দিন পর্যন্ত অর্থাৎ ১৫-৬-৭৯ ইং তারিখ পর্যন্ত বেতন ভাতাদি দাবী করিয়া কর্তৃপক্ষকে জানান। উক্ত দাবী উত্থাপন করিলে পূর্ব শত্রুতার জের হিসাবে ৩ নং দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক ২-১০-৭৯ ইং তারিখের ডি,জি,ডি/জি-৪৫০/৭৯/৩৬৫/৯০ স্মারকমূলে তাহাকে কৈফিয়ত তলব করা হয়। তিনি জবাব দেন। তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। আইনানুগভাবে তদন্ত করা হয় নাই ও তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই। কৈফিয়ত তলবের দীর্ঘ ৩ বৎসর পর ১৯-৬-৮২ ইং তারিখ এক মনগড়া বিধি বহির্ভূত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১৪-৯-৮২ ইং তারিখ তাহাকে চাকুরী হইতে ডিসমিস করা হয়। তাহাকে সাময়িক বরখাস্ত আদেশ বা তদন্ত প্রতিবেদনের অনুলিপি বা বরখাস্ত আদেশ দেওয়া হয় নাই। তিনি ২৬-৯-৮২ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে অনুযোগ পত্র প্রেরণ করেন যাহার অনুলিপি প্রদর্শনী-৬ এবং পোষ্টাল রশিদ প্রদর্শনী-৭। তাহার অনুযোগ পত্রের জবাব না আসায় তিনি পুনরায় চাকুরীতে পুনর্বহাল চাহিয়া বিভিন্ন তারিখে প্রদর্শনী-৮ (সিরিজ) মূলে কর্তৃপক্ষ বরাবরে আবেদন করেন। সর্বশেষ ২৪-৭-৯১ ইং তারিখের তাহার চাকুরীতে পুনর্বহালের আবেদনটি [যাহার অনুলিপি প্রদর্শনী-৮(ঙ)] এর প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১৯-১২-৯৪ ইং তারিখে প্রদর্শনী-৯ মূলে নাকচ করা হয় এবং তিনি উক্ত আদেশ ১৮-২-৯৫ ইং তারিখ প্রাপ্ত হন। যাহার খাম, প্রদর্শনী-১০ হিসাবে চিহ্নিত। অতঃপর তিনি পুনরায় চাকুরীতে পুনর্বহাল চাহিয়া ১৮-২-৯৫ ইং তারিখ রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে কর্তৃপক্ষ বরাবরে উকিল নোটিশ প্রেরণ করেন। উকিল নোটিশ প্রদর্শনী-১১, রেজিষ্ট্রী রশিদ, প্রদর্শনী-১২। উক্ত পত্রের জবাব না আসায় তিনি অত্র মোকদ্দমা করিতে বাধ্য হন এবং ১-৩-৯৫ ইং তারিখ অত্র মোকদ্দমা দায়ের করেন।

বিচার্য বিষয় :

(১) প্রথম পক্ষের নালিশটি ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(ক) ধারার বিধান মতে বারিত কি না?

(২) প্রথম পক্ষের ১৪-৯-৮২ তারিখের বরখাস্ত আদেশ ১৯-১২-৯২ ইং তারিখ তাহার চাকুরীতে পুনর্বহাল সংক্রান্ত দরখাস্ত নাকচের আদেশটি যথাযথ ও বহালযোগ্য কি না?

(৩) প্রথম পক্ষ কোন প্রতিকার পাইতে পারে কি না?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত :

বিচার্য বিষয় নম্বর ১, ২ ও ৩ :

সকল বিচার্য বিষয়গুলি একত্রে পর্যালোচনার জন্য গৃহীত হইল। নথিতে রক্ষিত কাগজাদি-সহ প্রথম পক্ষের দাখিলী সকল কাগজাদি পর্যালোচনা করা হইল। প্রথম পক্ষের দাখিলী কাগজাদি মতে প্রথম পক্ষকে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে একজন স্থায়ী শ্রমিক ছিলেন এবং তিনি ১৪-৯-৮২ ইং তারিখে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক চাকুরী হইতে অপসারিত হন। ইহা প্রথম পক্ষ কর্তৃক ২৬-৯-৮২ ইং তারিখে কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরিত অনুযোগ পত্র প্রদর্শনী-৬ হইতে প্রমাণিত হয়। প্রথম পক্ষ কর্তৃক উক্ত অনুযোগ পত্র প্রেরণের বিধান মোতাবেক সর্বশেষ ৪৫ দিনের মধ্যে তর্কিত অপসারণ আদেশের বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা অত্র আদালতে দায়ের করা হয় নাই। পক্ষান্তরে প্রথম পক্ষ কর্তৃক উক্ত অপসারণ আদেশ বাতিল (setaside) চাহিয়া চাকুরীতে পুনর্বহালের প্রার্থনায় অত্র মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে ১-৩-৯৫ ইং তারিখে। কাজেই, তাহার এই মোকদ্দমাটি ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারার পরিপন্থি বিধায় প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অচল এবং রক্ষণীয় নহে। যেহেতু প্রথম পক্ষের মোকদ্দমায় উপরে বর্ণিত আইনের বিধান পরিপন্থি কাজেই অন্যান্য বিচার্য বিষয়গুলি সম্পর্কে অত্র আদালত কর্তৃক মতামত প্রদান করার আবশ্যকতা নাই মর্মে আমরা মনে করি।

বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ:

আদেশ

হইল যে—অত্র মোকদ্দমা একতরফা শুনানীতে নিঃখরচায় ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(ক) ধারার বিধান মতে রক্ষণীয় নহে বিধায় খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক

চেয়ারম্যান,

দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও, কেস নং ৪/৯৬

মোঃ আমির হোসেন,
পিতা মোঃ ইব্রাহীম খলিল,
সাং পূর্ব বিঘা, পোঃ কাঞ্চনপুর,
থানা রায়গঞ্জ,
জিলা লক্ষীপুর—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) মালিক,
আল ইমাম হোটেল এণ্ড রেষ্টুরেণ্ট,
১, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০।

(২) ম্যানেজার,
আল ইমাম হোটেল এণ্ড রেষ্টুরেণ্ট,
১, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১২, তারিখ ১৮-১-৯৭

মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ উপস্থিত। দ্বিতীয় পক্ষগণ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব ফয়েজ আহাম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল। প্রথম পক্ষের সাক্ষী মোঃ আমির হোসেনের জবানবন্দী গ্রহণ করা হইল। প্রথম পক্ষের দাখিলী কাগজাদি প্রদর্শন-১, ১(ক), ২, ২(ক), ৩, ৪, ৫ হিসাবে চিহ্নিত হইল। প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম।

বকেয়া মজুরী ও ভাতাসহ প্রথম পক্ষ মোঃ আমির হোসেনকে তাহার কাজে যোগদানের অনুমতি দেওয়ার নিমিত্ত দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দেওয়ার প্রার্থনায় তৎকর্তৃক ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের আওতায় অত্র মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে।

আরজী মোতাবেক তাহার মোকদ্দমা সংক্ষিপ্তকারে এই যে,তিনি ১৯-৩-৮৯ ইং তারিখে সিনিয়র রুটি কারিগর হিসাবে দ্বিতীয় পক্ষের প্রতিষ্ঠানের যোগদান করেন। তাহার মাসিক মজুরী ১৯৫০ টাকা। তাহার চাকরীকাল নিস্কলুষ। তিনি ১৫-৯-৯৫ ইং তারিখ হইতে ২১-৯-৯৫ ইং তারিখ পর্যন্ত ছুটি নিয়া দেশের বাড়ীতে যান। ছুটি শেষে তিনি ২২-৯-৯৫ ইং তারিখে যথা সময়ে কাজে উপস্থিত হইলে দ্বিতীয় পক্ষ তাহাকে ২৩-৯-৯৫ ইং তারিখ কাজে যোগদান করিতে বলেন। তিনি তৎমোতাবেক কাজে যোগদান করিতে গেলে তাহাকে ১-১০-৯৫ ইং তারিখে কাজে যোগদানের জন্য আসিতে বলা হয়। কিন্তু তাহাকে উক্ত তারিখে

কাজে যোগদান করিতে দেওয়া হয় না এবং তাহাকে ক্রমাগত ঘুড়ানো হইতেছে। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাহাকে ডিসমিস, ডিসচার্জ টারমিনেট, লে-অব কোন কিছুই করা হয় নাই। তিনি এখনও দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে আইন মোতাবেক চাকুরীরত ও মজুরী পাওয়ার হকদার। ৯-১০-৯৫ ইং তারিখে এ/ডিসহ রেজিষ্ট্রী ডাক মারফত বকেয়া বেতনসহ কাজে যোগদানের আবেদন করেন। তাহার আবেদনের প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পক্ষের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় উপ-প্রধান পরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে ২৪-১০-৯৫ ইং তারিখ দরখাস্ত দ্বারা অবহিত করেন। তিনি ৮-১১-৯৫ ইং তারিখ পত্র দ্বারা দ্বিতীয় পক্ষকে হাজির হইতে বলেন। ১৮-১১-৯৫ ইং তারিখে, হাজিরা, ছুটি, ওভারটাইম রেজিষ্ট্রারসহ তাহার দপ্তরে হইতে বলেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ কোন ব্যবস্থা নেন নাই। এমতাবস্থায়, ৩০-১২-৯৫ তারিখে তিনি পুনঃরায় দ্বিতীয় পক্ষের বরাবরে চাকুরীতে যোগদানের অনুমতি চাহিয়া আর একটি দরখাস্ত প্রেরণ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় তিনি এই মোকদ্দমা দায়ের করিতে বাধ্য হন।

বিচার্য বিষয় :

(১) প্রথম পক্ষ বকেয়া বেতন ভাতাদিসহ চাকুরীতে যোগদানের অনুমতি পাইতে হকদার কি না?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত

প্রথম পক্ষ স্বয়ং পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে সাক্ষ্য দিয়াছেন। তাহার দাখিলী কাগজাদি পরীক্ষা করা হইল। প্রথম পক্ষ তাহার মোকদ্দমা দাখিলী কাগজপত্র দ্বারা সন্তোষজনকভাবে প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাহাকে আইন মোতাবেক এখনও দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক ডিসমিস, ডিসচার্জ, টারমিনেট কিছুই করা হয় নাই। কাজেই, তিনি তাহার চাকুরীতে যোগদানের অনুমতি পাইতে হকদার। তবে যেহেতু তিনি (effective service) এ নাই। কাজেই তাহাকে বকেয়া মজুরী ভাতাদির শতকরা ২৫ ভাগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইলে ন্যায় বিচার নিশ্চিত হইবে। বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে—মামলাটি একতরফা শুনানীতে নিঃখরচায় আংশিক মঞ্জুর হইল। অদ্য হইতে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে প্রথম পক্ষকে বকেয়া মজুরী ভাতাদির শতকরা ২৫ ভাগসহ চাকুরীতে যোগদানের অনুমতিদানের নিমিত্ত দ্বিতীয় পক্ষকে এতদ্বারা নির্দেশ দেওয়া গেল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং ৮৬/১৯৯৫

মোঃ তৈয়ব উল্লাহ, গুদাম প্রহরী,
রূপালী ব্যাংক লিঃ,
মিটফোর্ড রোড শাখা,
ঢাকা—**প্রথম পক্ষ।**

বনাম

(১) সহকারী মহাব্যবস্থাপক,
রূপালী ব্যাংক লিঃ,
মিটফোর্ড রোড শাখা,
ঢাকা।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
রূপালী ব্যাংক লিঃ,
প্রধান কার্যালয়,
৩৪, দিলকুশা বা/এ,
ঢাকা—**দ্বিতীয় পক্ষ।**

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক, (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব মোঃ কাজী খোরশেদ আলী, (মালিক পক্ষ), সদস্য।
জনাব এস, এ, খালেক, (শ্রমিক পক্ষ), সদস্য।
রায়ের তারিখ ঃ ৩১-১২-৯৬।

রায়

প্রথম পক্ষকে ১০-১১-৮০ ইং তারিখ হইতে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে সকল প্রকার সুযোগদানের নিমিত্ত দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দানের প্রার্থনায় তৎকর্তৃক ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ আইনের ২৫(১)(খ) ধারার আওতায় এই মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা সংক্ষিপ্তকারে এই যে, তিনি দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে ১০-১১-৮০ ইং তারিখ হইতে গুদাম প্রহরী হিসাবে একাধারে কাজ করিয়া আসিতেছেন। তিনি দ্বিতীয় পক্ষের প্রতিষ্ঠানে একজন স্থায়ী শ্রমিক এবং সর্বসাকুল্যে ২,০০০ টাকা মজুরী পান। তাহাকে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক যখন যে গুদামে কাজের প্রয়োজন হয় তখন তাহাকে সেই গুদামে বদলী করা হয় এবং তদঅনুসারে তিনি বিভিন্ন গুদামে কাজ করিয়াছেন। ১৯৯০ সন হইতে গুদামে কাজ না থাকায় তিনি দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে পিয়ন হিসাবে কাজ করিয়া আসিতেছেন। তাহার কাজ কর্মের জন্য দ্বিতীয় পক্ষের নিকট তাহাকে জবাবদিহি করিতে হয়। তাহাকে ১ নম্বর দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক অন্যান্য স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় ক্যাজুয়াল ছুটি, অসুস্থতা জনিত ছুটি, বাৎসরিক ছুটি ও বোনাস ইত্যাদি প্রদান করা হইয়া থাকে। তাহার বেতন ও অন্যান্য প্রাপ্য তাহার নামের হিসাব নম্বর ৭১৬৬ এ জমা করা হয় যেমন অন্যান্য স্থায়ী শ্রমিকদের বেলায় করা হয়। তাহাকে অন্যান্য স্থায়ী শ্রমিকদের ন্যায়, প্রভিডেন্ট ফান্ডের ও বাৎসরিক ইন্ক্রিমেন্ট রীতিমত প্রদান করা হয় না এবং পদোন্নতির জন্য তাহাকে বিবেচনায় আনা হয় নাই। স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় তাহাকে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার জন্য তিনি ৫-১১-৯৫ ইং তারিখ বাংলাদেশ শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(ক) ধারা মতে একটি অনুযোগ পত্র দ্বিতীয় পক্ষ বরাবরে প্রেরণ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত পত্র পাওয়া সত্ত্বেও কোন প্রতিকার করেন নাই বিধায় তিনি এই মোকদ্দমা দায়ের করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক লিখিত জবাব মূলে এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হইয়াছে। উক্ত জবাবে এই মর্মে বিবৃত করা হইয়াছে যে, প্রথম পক্ষের অত্র মোকদ্দমা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২(এম)(পি)(এস), সেকশন ৪ ও ২৫(১)(বি) এবং ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ২(২৮) এর বিধান মোতাবেক রক্ষণীয় নহে। প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা ওয়েভার, একুইসেন্স ও ওস্টোপাল দ্বারা বারিত এবং কোন আইনগতও তথ্যগত কারণ না থাকায় প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অচল। দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা সংক্ষিপ্তকারে এই যে, প্রথম পক্ষকে তাহার আবেদনের প্রেক্ষিতে ১০-১১-৮০ ইং তারিখ হইতে গুদাম প্রহরী হিসাবে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক নিয়োগদান করা হয় ইহা সত্য নহে। তাহার দরখাস্তের প্রেক্ষিতে তাহাকে ঋণ গ্রহীতার খরচে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে গুদাম প্রহরী হিসাবে সান সাইন কেবল এবং রাবার ওয়ার্কস, টংগীতে নিয়োগদান করা হয় এবং প্রকৃতপক্ষে সে ঋণ গ্রহীতার কর্মচারী এবং ঋণ গ্রহীতার হিসাব হইতেই তাহাকে বেতন ভাতাদি প্রদান করা হয় এবং তিনি কখনো দ্বিতীয় পক্ষ প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক কর্মচারী নহেন। ঋণ গ্রহীতার হিসাব বন্ধের সংগে সংগেই তাহার চাকুরীর শর্ত বিলিন হইয়া যায়। সুতরাং চাকুরীতে তাহার পদোন্নতির প্রশ্নটি অবান্তর। ঋণ গ্রহীতার সম্মতিতেই তাহাকে ক্যাজুয়াল ছুটি, অসুস্থতাজনিত ছুটি, বোনাস ইত্যাদি দেওয়া হয় এবং তাহার বেতন ও ব্যাংকের সাধারণ হিসাবের মাধ্যমে অন্যান্যদের মত তাহাকে প্রদান করা হয়। যেহেতু প্রথম পক্ষকে অস্থায়ীভাবে এবং সুনির্দিষ্ট প্রজেক্টের বিপরীতে গুদাম প্রহরী হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। কাজেই, তাহাকে বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি প্রদানের প্রশ্নই উঠে না। প্রথম পক্ষ কর্তৃক ৫-১১-৯৫ ইং তারিখের প্রদত্ত অনুযোগের পত্র প্রেরণ এর বক্তব্যটি সঠিক নয়। এমতাবস্থায়, প্রথম পক্ষের মোকদ্দমাটি খরচসহ খারিজ যোগ্য।

বিচার্য্য বিষয়ঃ

(১) মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে কি না?

(২) মোকদ্দমাটি তামাদি আইনে বারিত কি না?

(৩) প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে গণ্য হইবেন কি না?

(৪) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে কি কি প্রতিকার পাইতে পারেন?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

বিচার্য বিষয় নম্বর ১, ২, ৩ ও ৪ ঃ

সংক্ষিপ্তকরণ ও আলোচনার সুবিধার্থে সকল বিচার্য বিষয়গুলি একত্রে গৃহীত হইল। পি, ডব্লিউ-১ ও ডি, ডব্লিউ-১ এর সাক্ষ্য রেকর্ড করা হইয়াছে। আরজীর বক্তব্য মোতাবেক ইহা স্বীকৃত যে, প্রথম পক্ষ ১০-১১-৮০ ইং তারিখে অস্থায়ী গুদাম প্রহরী হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়। রূপালী ব্যাংকের পক্ষে রূপালী ব্যাংক, মিটফোর্ড রোড শাখা, ঢাকা কর্তৃক স্বাক্ষরিত নিয়োগপত্র, প্রদর্শনী-১ দ্বারা ইহা সমর্থিত। এক গোডাউন হইতে অন্য গোডাউনে ২০-২-৯৫ ইং তারিখের পত্র মাধ্যমে বদলীর আদেশ, প্রদর্শনী-২ হিসাবে চিহ্নিত। প্রদর্শনী-৩ হইতেছে

দ্বিতীয় পক্ষ প্রতিষ্ঠানের নাম যুক্তে ম্যানেজার, রূপালী ব্যাংক, মিটফোর্ড শাখা রোড, ঢাকা কর্তৃক ১৪-৫-৯২ ইং তারিখে প্রথম পক্ষের বরাবরে ইস্যুকৃত পরিচয় পত্রের ফটোকপি। প্রদর্শনী-৫ হইতেছে প্রথম পক্ষ কর্তৃক ৫-১১-৯৫ ইং তারিখ ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবরে গোডাউন চৌকিদার/পিয়ন হিসাবে কর্মরত থাকা সত্ত্বেও স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় সকল সুযোগ-সুবিধা না দেওয়ায় তাহার নিয়োগের তারিখ হইতে তাহাকে স্থায়ী শ্রমিকের সকল সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার জন্য তৎকর্তৃক দ্বিতীয় পক্ষ বরাবরে আবেদন করা হয়। সহকারী মহাব্যবস্থাপক, রূপালী ব্যাংক বরাবরে প্রেরিত ৫-১১-৯৫ ইং তারিখের প্রদত্ত ডাক রশিদ, প্রদর্শনী-৬, ৬(ক)। প্রদর্শনী-৭ হইতেছে ঢাকাস্থ রূপালী ব্যাংক, মিটফোর্ড শাখার ভাউচারের ফটোকপি। যৎমূলে প্রথম পক্ষকে যাতায়াত খরচ বাবদ দ্বিতীয় পক্ষকে ম্যানেজম্যাণ্ট কর্তৃক পরিশোধ সংক্রান্ত বিলের ভাউচার যে ভাউচারে প্রথম পক্ষকে পিয়ন হিসাবে ব্রেকেটস্থ করা হইয়াছে। প্রদর্শনী-৭(ক) হইতে দেখা যায় যে, রূপালী ব্যাংক, মিটফোর্ড রোড শাখার ম্যানেজার কর্তৃক ৩-৬-৯৬ ইং তারিখ ডি, জি, এম, সেন্ট্রাল একাউন্স বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থার হেড অফিসের একটি এফ ডি প্রথম পক্ষের নিটক হস্তান্তর করার জন্য লিখিত হইয়াছে যাহাতে প্রথম পক্ষের স্বাক্ষর ও তৎ-কর্তৃক সত্যায়িত করা হইয়াছে।

অপরদিকে প্রদর্শনী-১ মূলে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ ১০-১১-৮০ ইং তারিখে ব্যবস্থাপক রূপালী ব্যাংক, মিটফোর্ড রোড শাখার বরাবরে অস্থায়ী গুদাম প্রহরী হিসাবে নিয়োগ লাভের জন্য লিখিত দরখাস্ত করা হইয়াছে। প্রদর্শনী-গ হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ গুদাম প্রহরী হিসাবে ১৫-৯-৮৩ ইং তারিখে কয়েক দিনের ছুটির প্রার্থনা করিয়া রূপালী ব্যাংক, মিটফোড রোড শাখার ম্যানেজারের নিকট আবেদন জানান হইয়াছে। একইভাবে প্রদর্শনী-গ(১) ও প্রদর্শনী গ(২) হইতে দেখা যায় যে, ১৯৭৯ সনে এবং প্রদর্শনী-গ(৩) হইতে দেখা যায় যে, ১৯৮৯ সনের গুদাম প্রহরী হিসাবে তৎকর্তৃক ছুটির প্রার্থনা জানান হইয়াছে। প্রদর্শনী-৭ হইতে দেখা যায় যে, ৬-১-৯৬ ইং তারিখে প্রথম পক্ষ কর্তৃক তাহার ডিসেম্বর '৯৫ মাসের মজুরী জমা করার জন্য কর্তৃপক্ষ বরাবরে আবেদন করা হইয়াছে।

উপরে বর্ণিত কাগজাদি বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষ ব্যাংকের অধীনে গুদাম প্রহরী হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং তাহার বেতন ভাতাদিও দ্বিতীয় পক্ষ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাহাদের নির্দেশে পরিশোধিত হইতেছে এবং একইভাবে প্রথম পক্ষ এর ছুটি এক গোডাউন হইতে অন্য গোডাউনে বদলীর আদেশ দেওয়া হইয়াছে দেখা যায়। এমনকি গোডাউনের পরিবর্তে তাহাকে অফিসে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে সাধারণ ব্যাংকিংয়ের কাজে ব্যবহার করা হইয়াছে। প্রসংগত উল্লেখ্য যে দ্বিতীয় পক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ-আইনজীবী কর্তৃক এই মর্মে তাহার বক্তব্য উপস্থাপন করা হয় যে, প্রথম পক্ষ গুদাম প্রহরী হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়ায় এবং তাহাকে ব্যাংকের অবকাঠামো গত পিয়ন পদে নিয়োগ লাভের জন্য কোন সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তাহাকে নিয়োগ না করায় তিনি শুধু মাত্র গুদাম প্রহরী হিসাবে ব্যাংকের শাখাতে কাজ করিলেও তিনি পিয়ন নহেন গুদাম প্রহরীই রহিয়াছেন।

অপরদিকে প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী কর্তৃক এই মর্মে বক্তব্য রাখা হয় যে, যেহেতু প্রথম পক্ষকে পিয়ন হিসাবে কাজ করানো হইতেছে কাজেই, ইহা স্পষ্টতঃ প্রমাণিত যে, তিনি

দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে একজন স্থায়ী শ্রমিক এবং খাতকের অধীনস্থ কোন শ্রমিক নহেন। আমি উভয় পক্ষের বক্তব্য ও উপরের বর্ণিত কাগজাদি পর্যালোচনা করিয়াছি এবং যেহেতু প্রথম পক্ষ গুদাম প্রহরী হিসাবে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে ১০-১১-৮০ ইং তারিখে নিয়োগ লাভ করেন এবং অদ্যাবধি দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে কর্মরত রহিয়াছেন এবং অন্যান্য শ্রমিকদের ন্যায় প্রভিডেন্ট ফান্ড, বাৎসরিক ইনক্রিমেন্টের সুবিধা ব্যতিরেকে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষকে ক্যাজুয়াল ছুটি, বাৎসরিক ছুটি, বোনাস ইত্যাদি প্রদান করা হইয়া থাকে এবং দ্বিতীয় পক্ষের নির্দেশেই তাহার কর্তব্য স্থান গোডাউন বা ব্যাংকের শাখাতে নির্ধারণ করা হইতেছে। কাজেই, ডি, এল, আর (১৯৯৪), ১৪৩ পৃষ্ঠাতে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, রূপালী ব্যাংক লিঃ এবং অন্যান্য বনাম চেয়ারম্যান, প্রথম শ্রম আদালত মোকদ্দমাতে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে আমি এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে নিয়োজিত একজন স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে গণ্যযোগ্য।

ইহা ব্যতিরেকে উপরে বর্ণিত সাক্ষ্য প্রমাণাদির ভিত্তিতে আমি আরও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, প্রথম পক্ষ নিয়োগের তারিখ হইতে অদ্যাবধি দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত কর্তব্য স্থানে একটানা কর্মরত রহিয়াছেন। কাজেই, নিয়োগ-দানেরতারিখ হইতে স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় সকল প্রকার সুবিধাদি প্রাপ্তির আবেদন করিয়া তিনি যে কোন সময় দাবী উত্থাপন করিতে পারেন যতক্ষণ না পর্যন্ত তাহার দাবী দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক মিটানো যোগ্য না হয়। তৎক্ষেত্রে তামাদি আইনের ২৩ ধারার বিধান অনুসরণে তাহার দাবীর কারণ বিদ্যমান থাকিবে বা চলিতে থাকিবে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক যতক্ষণ পর্যন্ত তাহা মিটানো না হয়। কাজেই, সাধারণ তামাদি আইনের দৃষ্টিতে ও মোকদ্দমাটি অচল নহে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। একই সংগে অনুযোগ পত্র, প্রদর্শনী-৫ ও রেজিষ্ট্রী ডাক রশিদ, প্রদর্শনী-৬ ও ৬(ক) মূলে প্রথম পক্ষের দাবী যথা নিয়মে দ্বিতীয় পক্ষ বরাবরে ৫-১১-৯৫ ইং তারিখে প্রেরণ করিয়া ২৬-১১-৯৫ ইং তারিখে অত্র মোকদ্দমা দায়ের করায় মোকদ্দমাটি ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারার বিধান মতে আইনগতভাবে রক্ষণীয় রহিয়াছে। কাজেই, সর্বদিক বিবেচনাক্রমে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, মোকদ্দমাটি বর্তমানে আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে এবং প্রথম পক্ষ তাহার নিয়োগের তারিখ হইতে স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা পাইতে হকদার। বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে—অত্র মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর হইল। অদ্য হইতে ৪৫ (পয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে প্রথম পক্ষকে ১০-১১-৮০ ইং তারিখ হইতে একজন স্থায়ী শ্রমিকের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিবার নিমিত্ত দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দেওয়া গেল।

অত্র রায়ের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

অভিযোগ মোকদ্দমা নং-৮৫/৯৫

মোঃ নজরুল ইসলাম সরকার,
গ্রাম ও ডাকঘর সাধুয়া বাজার, থানা গফরগাঁও,
জেলা ময়মনসিংহ—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশন,
পক্ষে ইহার—ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশন,
প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

(৩) পরিচালক (প্রশাসন),
বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশন,
প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

(৪) পরিচালক (সম্ভার ও ক্রয়),
বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশন, প্রশাসনিক ভবন,
জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, কুর্মিটোলা, ঢাকা।

(৫) মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন),
বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশন,
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

(৬) মহা-ব্যবস্থাপক (সম্ভার ও ক্রয়),
বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশন, প্রশাসনিক ভবন,
জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, কুর্মিটোলা, ঢাকা।

(৭) সহকারী ব্যবস্থাপক প্রশাসন (তদন্ত),
বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশন,
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-১৪, তারিখঃ ৯-১২-৯৬।

মামলাটি আদেশের জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ উপস্থিত। তাহার ৫-১২-৯৬ তারিখের দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত পেশ করা হইয়াছে। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব ফয়েজ আহাম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষের বক্তব্য শুনিলাম। দ্বিতীয় পক্ষের সহিত বিরোধীয় বিষয় নিষ্পত্তি হওয়ায় প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি প্রত্যাহার করার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে।

সুতরাং এইরূপ:

আদেশ

হইল যে—মামলাটি প্রত্যাহার করার জন্য প্রথম পক্ষকে অনুমতি দেওয়া গেল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মোঃ নং-৫/৯৬

আকলিমা, কার্ড নং-৮৪,
প্রযত্নে শাহাজাহান সাহেব,
৪৩, উত্তর শাহাজাহানপুর—**দরখাস্তকারী।**

বনাম

(১) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এবং চেয়ারম্যান,
ডিউক গার্মেন্টস লিঃ,
ফ্যাক্টরী ঠিকানা
২৪/৪, চামেলীবাগ,
শান্তিনগর, থানা রমনা, ঢাকা।

(২) ডাইরেক্টর,
ডিউক গার্মেন্টস লিঃ,
ফ্যাক্টরী ঠিকানা
২৪/৪, চামেলীবাগ,
শান্তিনগর, থানা রমনা, ঢাকা—**প্রতিপক্ষ।**

আদেশের কপি

আদেশ নং-১২, তারিখঃ ২৫-১-৯৭।

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত। তাহার বিজ্ঞ-আইনজীবী উপস্থিত এবং তিনি দরখাস্ত মূলে আদালতকে জ্ঞাত করেন যে, মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য তাহার কোন instruction নাই। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। নথি দেখিলাম। প্রথম পক্ষ গত ৫টি তারিখেই অনুপস্থিত থাকেন। মামলাটি চালাইতে প্রথম পক্ষ অনাগ্রহী বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে—মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও, মোকদ্দমা নং-৩৮/৯৬

আঃ হাই, পিতা মৃত মোছলেম উদ্দিন আকন,
সাং লক্ষীপুর, পোঃ ভাণ্ডারিয়া,
থানা ভাণ্ডারিয়া,
জেলা পিরোজপুর—**প্রথম পক্ষ।**

বনাম

(১) ভূইয়া টেক্সটাইল প্রসেসিং মিলস লিঃ,
পক্ষে—ইহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
প্লট নং ২২, ২৪, রোড নং-১১,
শ্যামপুর কদমতলী,
থানা ডেমরা, ঢাকা-১২০৪।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
ভূইয়া টেক্সটাইল প্রসেসিং মিলস লিঃ,
খান ম্যানশন, ১০ নবরায় লেন,
ইসলামপুর, থানা কোতোয়ালী, ঢাকা—**দ্বিতীয় পক্ষ।**

আদেশের কপি

আদেশ নং ৬, তারিখঃ ২৩-১-৯৭।

মামলাটি জবাব দাখিল অনাথায় একতরফা শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ আঃ হাই এর স্বাক্ষরযুক্ত মোকদ্দমা আদালতের বাহিরে আপোষ হইয়াছে বিধায় অত্র মোকদ্দমা প্রত্যাহারের আবেদনে এক দরখাস্ত দায়ের করা হইয়াছে। দরখাস্ত শুনানীকালে দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী মাহবুবুল আলম সিদ্দিকী আদালতে উপস্থিত থাকিলেও নথিতে কোন হাজিরা দেখা যাইতেছে না। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত। এখন বেলা ১১-৪৫ মিঃ। প্রথম পক্ষের দরখাস্ত নথি ভুক্ত রাখা হইল। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আনোয়ারুল আফজাল ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মামুনুর রশিদ চৌধুরী উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষের দরখাস্ত নথি ভুক্ত রহিল। বিজ্ঞ-সদস্যদের অভিমত গ্রহণ করা হইল। এমতাবস্থায়, এইরূপ;

আদেশ

হইল যে—অত্র মোকদ্দমাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হইল।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মামলা নং-৬৫/৯৬

সাহাব উদ্দিন খান,
পিতা মৃত সওদাগর আলী,
গ্রাম সিংহোরা, পোঃ পাতিলঝাপ,
থানা নবাবগঞ্জ, জেলা ঢাকা—দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) চেয়ারম্যান,
বোর্ড অব ট্রাস্ট,
দি বাংলাদেশ টাইমস,
১, রাজউক এভিনিউ,
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

(২) সম্পাদক,
দি বাংলাদেশ টাইমস,
১, রাজউক এভিনিউ,
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০—প্রতিপক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ৪, তারিখ ঃ ২-২-৯৭।

মামলাটি একতরফা শুনানীর জন ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ সাহাব উদ্দিন খান অদ্য উপস্থিত হইয়া মামলাটি প্রত্যাহার করিবার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষ অনুপস্থিত। নথি দেখিলাম। প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। প্রথম পক্ষের পাওনা পরিশোধ করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষের সহিত আলোচনা হওয়ার প্রথম পক্ষ মামলাটি প্রত্যাহার করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন। কাজেই, মামলাটি প্রথম পক্ষকে প্রত্যাহার করার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে।

সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে—প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও, মোকদ্দমা নং ৯৮/৯৬

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,
ইগল বক্স শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন (সিবিএ)
রেজিঃ নং ১২৪৩
পোস্তগোলা, ঢাকা—১২০৪—প্রথম পক্ষ।

বনাম

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন,
ঢাকা বিগভাগ,
৯, বিজয়নগর,
ঢাকা-১০০০—দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ৮, তারিখ ঃ ২-১-৯৭।

মামলাটি প্রথম পক্ষের ১৮-১২-৯৬ ইং তারিখের দাখিলী প্রত্যাহারের দরখাস্ত আদেশের জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী এ, কে, এম নাসিম উপস্থিত আছেন। দ্বিতীয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আবদুর রব ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মোঃ মহিউদ্দিন উপস্থিত আছেন এবং তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথিসহ প্রথম পক্ষের ১৮-১২-৯৬ ইং তারিখের দাখিলী দরখাস্ত দেখিলাম এবং প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইন-জীবীর বক্তব্য শুনিলাম। মামলা প্রত্যাহারের প্রার্থনা মঞ্জুর হইল। বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ:

আদেশ

হইল যে—মামলাটি প্রত্যাহার করার জন্য প্রথম পক্ষকে অনুমতি দেওয়া গেল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

অভিযোগ মোকদ্দমা নং ৫৪/৯৬

মোঃ মাসুদ মিয়া,
পিতা মোঃ ছমির উদ্দিন মিয়া,
গ্রাম পূর্বচন্দ্র, পোঃ শফীপুর,
থানা কালিয়াকৈর, জিলা গাজীপুর—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) রহিম টেক্সটাইল মিলস লিঃ, পক্ষে—উহার
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কুমিল্লা গার্ডেন,
৫০, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা—১০০০।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
রহিম টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
কুমিল্লা গার্ডেন, ৫০, নিউ ইস্কাটন রোড,
ঢাকা-১০০০।

(৩) মহাব্যবস্থাপক,
রহিম টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
শফীপুর, থানা কালিয়াকৈর, জিলা গাজীপুর—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ৩, তারিখ ঃ ১১-১-৯৭।

প্রথম পক্ষ মোঃ মাসুদ মিয়া অদ্য উপস্থিত হইয়া মামলাটি প্রত্যাহার করার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। তিনি নথি অদ্য পেশ করার জন্য ভিন্নভাবে দরখাস্ত দিয়াছেন। নথি পেশ করা হইয়াছে। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব কাজী খোরশেদ আলী ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব এস, এ খালেক উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম এবং প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। প্রত্যাহারের দরখাস্ত দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবীকে দেখানো হইয়াছে। উভয় পক্ষের মধ্যে নিষ্পত্তি হওয়ায় প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনিচ্ছুক। কাজেই, মামলাটি প্রত্যাহার করার জন্য প্রথম পক্ষকে অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে—মামলাটি প্রত্যাহার করিবার জন্য প্রথম পক্ষকে অনুমতি প্রদান করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মামলা নং ৭১/১৯৯৬ ইং

আমান উল্লাহ,
পিতা আবদুল খালেক,
গ্রাম বাতাচোঁর,
পোঃ নাথের পেটুয়া,
থানা লাকসাম,
জেলা কুমিল্লা—দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন,
আদমজীকোর্ট, মতিঝিল বা/এ,
ঢাকা, ইহার প্রতিনিধিত্বে—চেয়ারম্যান।

(২) নির্বাহী পরিচালক,

(৩) উপ-মহাব্যবস্থাপক,

(৪) ব্যবস্থাপক (শ্রম),
আদমজী জুট মিলস,
আদমজী নগর, থানা সিদ্দিরগঞ্জ,
নারায়ণগঞ্জ—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২, তারিখ ঃ ২৪-১২-৯৬।

মামলাটি জবাব দাখিলের জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ আমান উল্লা অদ্য উপস্থিত হইয়া মামলাটি প্রত্যাহার করার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষের পক্ষে একজন এডভোকেট সময়ের দরখাস্ত দিয়াছেন। তিনি কোন ওকালতনামা দাখিল করেন নাই এবং তাহাকে আদালতে পাওয়া গেল না। প্রথম পক্ষের বক্তব্য শুনিলাম। তিনি মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী বিধায় মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে—প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

ফৌজদারী মামলা নং ৫০/৯৬

শাহাবুদ্দীন আহমেদ, গুদাম রক্ষক,
রূপালী ব্যাংক লিঃ,
১৪৭, মিটফোর্ড রোড শাখা,
ঢাকা-১১০০।
প্রযত্নে মীর হাসান আলী,
২০/২, আবুল হাসনাত রোড, ঢাকা—**বাদী**।

বনাম

(১) মোঃ শাহজাহান খান,
সহকারী মহাব্যবস্থাপক,
রূপালী ব্যাংক লিঃ,
১৪৭, মিটফোর্ড রোড শাখা,
থানা লালবাগ, ঢাকা।

(২) জনাব মোঃ রফিকুল করিম চৌধুরী,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
রূপালী ব্যাংক লিঃ,
প্রধান কার্যালয়,
৩৪, দিলকুশা বা/এ,
থানা মতিঝিল, ঢাকা—**আসামী পক্ষ**।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১১, তারিখ ঃ ২-১-৯৭।

মামলাটি অদ্য আসামী নং (২) মোঃ রফিকুল করিম চৌধুরীর উপস্থিতি এবং বাদী শাহাবুদ্দিন আহাম্মদ কর্তৃক অদ্য মোকদ্দমা প্রত্যাহারের ২২-১২-৯৬ ইং তারিখের দাখিলী দরখাস্ত শুনানীর নিমিত্ত ধার্য আছে। জামিনপ্রাপ্ত আসামী মোঃ শাহাজাহান খান অনুপস্থিত। বাদীর নিয়োজিত বিজ্ঞ-আইনজীবী জনাব মাহবুবুল হক এবং আসামীর নিয়োজিত বিজ্ঞ-আইনজীবী জনাব এম, এ, লতিফ মজুমদার উপস্থিত আছেন। নথি দেখিলাম এবং বিজ্ঞ-আইনজীবীগণের বক্তব্য শুনিলাম। শুনানীকালে বাদী অনুপস্থিত। বাদী কর্তৃক দাখিলী প্রত্যাহারের দরখাস্ত নথি ভুক্ত রাখা হউক। এমতাবস্থায় এইরূপ:

আদেশ

হইল যে—বাদীর দাখিলী নালিশ ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৭ ধারার আওতায় খারিজ করা হইল এবং আসামী নং (১) মোঃ রফিকুল করিম চৌধুরীকে তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা গেল। আসামী মোঃ শাহাজাহান খানকে জামিননামার দায় হইতে অবিলম্বে মুক্ত করা হইল।

অদ্য আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

ফৌজদারী মামলা নং ৪৯/৯৬

মোঃ তৈয়ব উল্যাহ, গুদাম প্রহরী (পিয়ন),
রূপালী ব্যাংক লিঃ,
মিটফোর্ড রোড, শাখা, ঢাকা
প্রযত্নে মীর হাসান আলী,
২০/২, আবুল হাসনাত রোড, ঢাকা—বাদী।

বনাম

(১) মোঃ শাহজাহান খান,
সহকারী মহাব্যবস্থাপক,
রূপালী ব্যাংক লিঃ,
১৪৭, মিটফোর্ড রোড শাখা,
থানা লালবাগ, ঢাকা।

(২) জনাব মোঃ রফিকুল করিম চৌধুরী,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
রূপালী ব্যাংক লিঃ,
৩৪, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা,
থানা মতিঝিল, ঢাকা—আসামীপক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১১, তারিখ ঃ ২-১-৯৭।

মামলাটি অদ্য আসামী নং (২) মোঃ রফিকুল করিম চৌধুরীর উপস্থিতি এবং বাদী মোঃ তৈয়ব উল্যাহ কর্তৃক অদ্য মোকদ্দমা প্রত্যাহারের ২২-১১-৯৬ ইং তারিখে দাখিলী দরখাস্ত শুনানীর নিমিত্ত ধার্য আছে। জামিন প্রাপ্ত আসামী মোঃ শাহাজাহান খান অনুপস্থিত। বাদীর নিয়োজিত বিজ্ঞ-আইনজীবী জনাব মাহবুবুল হক এবং আসামীর নিয়োজিত বিজ্ঞ-আইনজীবী জনাব এম. এ. লতিফ মজুমদার উপস্থিত আছেন। নথি দেখিলাম এবং বিজ্ঞ-আইনজীবীগণের বক্তব্য শুনিলাম। শুনানীকালে বাদী অনুপস্থিত। বাদী কর্তৃক দাখিলী প্রত্যাহারের দরখাস্ত নথিতে রাখা হউক। এমতাবস্থায়, এইরূপ:

আদেশ

হইল যে—বাদীর দাখিলী নালিস ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৭ ধারার আওতায় খারিজ করা হইল এবং আসামী নং (১) মোঃ শাহাজাহান খান ও (২) মোঃ রফিকুল করিম চৌধুরীকে তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা গেল। আসামী মোঃ শাহজাহান খানকে জামিননামার দায় হইতে অবিলম্বে মুক্ত করা হইল।

অদ্য আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং ৮/১৯৯৬

মোঃ মতিউর রহমান আকন্দ,
৯নং, শরৎগুপ্ত রোড,
নারিন্দা হাসান মেডিকেল ষ্টোর—প্রথম পক্ষ।

বনাম

হাফিজ আহাম্মদ গং (সেক্রেটারী),
ইষ্টল্যান্ড ইনসুরেন্স কোং লিঃ,
১৩নং, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১১, তারিখ ঃ ১৯-১-৯৭।

মামলাটি আরজী সংশোধনী দরখাস্ত শুনানীর জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আবদুর রব ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মোঃ মহিউদ্দিন উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। অত্র মামলায় ২৫-৯-৯৬ ইং তারিখে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক দাখিলী মামলার রক্ষণীয়তার বিষয় দরখাস্ত এবং একই তারিখে প্রথম পক্ষ কর্তৃক দাখিলী আরজী সংশোধনী দরখাস্তের উপর শুনানী গ্রহণ করা হইল। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবীগণের বক্তব্য শুনিলাম ও নথি পর্যালোচনা করা হইল।

আরজীর বক্তব্য মতে প্রথম পক্ষ ৩-৩-৮৭ ইং তারিখ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে টাইপিষ্ট হিসাবে নিযুক্ত হইয়া মাসিক ১২০০ টাকা বেতনে কাজ করিয়া আসিতেছে। তাহার পদের নির্ধারিত স্কেল ২২৭৫ টাকা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা হয় এবং ৬-৪-৯৬ ইং তারিখ তাহাকে টারমিনেট করা হয়। তাহার ন্যায্য পাওনা কোম্পানী কর্তৃক আইন মোতাবেক প্রদান করা হয় নাই। তৎ-কর্তৃক বাংলাদেশ শ্রম নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইন ১৯৬৬ সনের ২(খ) ধারার বিধান মোতাবেক তাহাকে চাকুরীতে পুনর্বহালের নিমিত্ত দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য এই মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে।

শুনানীকালে ইহা স্বীকৃত হয় যে, ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(ক) ধারা অনুযায়ী অনুযোগপত্র প্রথম পক্ষ কর্তৃক দ্বিতীয় পক্ষকে দেওয়া হয় নাই। কাজেই, উপরে বর্ণিত আইনের ২৫(ক) ধারা প্রতিপালিত না হওয়ায় অত্র মোকদ্দমা অচল এবং অরক্ষণীয়। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে—মোকদ্দমাটি দোতরফা শুনানীতে রক্ষণীয় নহে বিধায় খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

ফৌজদারী মামলা নং-৩০/৯৬

এস, এম, ময়েন উদ্দিন মণ্ডল,
প্রযত্নে মোঃ সাইদুর রহমান,
৩৫, মালিটোলা রোড,
থানা কোতয়ালী, জেলা ঢাকা—**বাদী**।

বনাম

(১) লীনা ইসলাম, চেয়ারম্যান,
স্বামী মৃত আনোয়ারুল ইসলাম ববি,
দি মর্নিং সান,
১৫/১, দক্ষিণ কমলাপুর,
থানা মতিঝিল, ঢাকা।

(২) আনিল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক,
পিং আনোয়ারুল ইসলাম ববি,
দি মর্নিং সান,
১৫/১, দক্ষিণ কমলাপুর,
থানা মতিঝিল, ঢাকা—**আসামীগণ**।

আদেশের কপি

আদেশ নং-৯, তারিখঃ ১০-১২-৯৬।

মামলাটি চার্জ শুনানীর জন্য ধার্য আছে। বাদী এস, এম, ময়েন উদ্দিন মণ্ডল ও আসামী নং (১) লীনা ইসলাম ও (২) আনিল ইসলাম (সিরাজুল ইসলাম) উপস্থিত। ২৯-১০-৯৬ ইং তারিখের আসামী পক্ষের দাখিলী ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪১(এ) ধারায় তাহাদের অব্যাহতি প্রার্থনার দরখাস্তের বিষয় সম্পর্কে উভয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবীগণের বক্তব্য শ্রুত হইল। আসামী পক্ষের দাখিলী কাগজপত্রসহ মোকদ্দমার নথি পর্যবেক্ষণ করা হইল। বাদী একটি পরিচয় পত্র দাখিল করিয়া দাবী করেন যে তিনি আসামীগণের প্রতিষ্ঠানে একজন কর্মরত সাংবাদিক। শুনানী চলাকালে আসামী পক্ষ কর্তৃক অভিযোগ উত্থাপন করা হয় যে, বাদীর দাখিলী পরিচয় পত্র ভুয়া এবং জাল ও তথ্যকতামূলক এবং উক্ত পরিচয় পত্র বাদীকে ফেরত না দিয়া নথিস্থ রাখার আবেদন রাখা হয়। প্রার্থনা মঞ্জুর হইল।

বাদী এস, এম, ময়েন উদ্দিন মন্ডল কর্তৃক আসামীগণের বিরুদ্ধে ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারায় শাস্তি প্রার্থনা করা হয়। সালিশী দরখাস্ত মোতাবেক বাদী আসামীগণের অধীনে ৩-১-৯১ ইং তারিখে স্থায়ী চাকুরীতে যোগদান করেন এবং তাহার পদবী ছিল সিনিয়র রীডার (সম্পাদনা সহকারী)। ৪র্থ ওয়েজ বোর্ড রোয়েদাদ অনুযায়ী বাদীর মাসিক সর্বশেষ মোট মজুরী ৪,৮৮০ টাকা ধার্য হওয়া সত্ত্বেও আসামীগণ কর্তৃক তাহাকে সর্বশেষ ২০০০ টাকা প্রদান করা হয়। তিনি ৪র্থ ওয়েজ বোর্ড রোয়েদাদ অনুযায়ী ২৮-৩-৯৫ তারিখ আসামী নং (২) আনিল ইসলামকে ৪,৮৮০ টাকা মাসিক মজুরী ধার্য করিয়া তাহাকে প্রদান করিবার জন্য মৌখিকভাবে অবহিত করেন। কিন্তু আসামীগণ তাহাকে তাহা দেন নাই।

পরবর্তীতে ২৯-৩-৯৬ ইং তারিখ হইতে তাহাকে কাজ করিতে দেওয়া হইতে বিরত রাখা হয়। বাধ্য হইয়া তিনি ৭-৪-৯৬ ইং তারিখ কাজে যোগদানের জন্য আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। আসামী-গণের নিকট হইতে কোন জবাব না পাইয়া তিনি ১৫-৫-৯৬ ইং তারিখ ১,৭৪,৮০০ টাকা দাবী করিয়া আবেদন পত্র প্রেরণ করেন।

বাদীর প্রাপ্য এপ্রিল ও মে মাসের মজুরী বাবদ দাবীকৃত ৯,৭৬০ টাকা এবং অপরিশোধিত মজুরী বাবদ প্রাপ্য নিম্নরূপ ঃ

(ক) ১৯৯১ সনের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৯৬ সনের মার্চ মাস পর্যন্ত বাদীর মজুরী ৫৯X৪৮৪০
= ২,৮৭,৯২০

(খ) ১৯৯১ সনের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৯৬ সনের মার্চ পর্যন্ত পরিশোধিত অর্থ—
= ১,১৪,০০০

৪র্থ ওয়েজ বোর্ড অনুযায়ী আসামীগণের নিকট বকেয়া মজুরী বাবদ বাদীর প্রাপ্য—
= ১,৬৯,৯২০

(গ) ১৯৯৬ সনের এপ্রিল মাসের মজুরী বাবদ প্রাপ্য
= ৪,৮৪০

আসামীগণের নিকট পাওনা = ১,৭৪,৮০০

বাদীর প্রাপ্য উক্ত মজুরী পরিশোধ না করায় তিনি আসামীগণের বিরুদ্ধে ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারায় শাস্তি প্রার্থনা করেন।

অপরদিকে আসামী পক্ষের বক্তব্য এই যে, বাদী কখনও আসামীগণের প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন না এবং আসামীগণ কখন নিজেদের সহি স্বাক্ষরে বাদীকে নিয়োগ পত্র প্রদান করেন নাই। বাদী নিজেকে সিনিয়র রীডার দাবী করিয়া ওয়েজ বোর্ড রোয়েদাদ দাবী করিয়াছেন এবং তৎপ্রসংগে কোন কাগজপত্র দাখিল করিতে সমর্থ হন নাই। ইহা ব্যতীত আসামীগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণের জন্য material বিদ্যমান নাই এবং অভিযোগ সম্পূর্ণ গ্রাউন্ড লেছ (groundless) বিধায় এবং মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারায় দায়-দায়িত্ব আসামীগণের উপর বর্তায় না। ইহা ব্যতিরেকে একই বিষয়ে ২০/৯৬ নম্বর আই, আর, ও, মোকদ্দমা অত্র আদালতে বিচারাধীন। এমতাবস্থায় আসামীগণকে চার্জ গঠনের দায় হইতে অব্যাহতি প্রার্থনায় দরখাস্ত দেওয়া হইয়াছে।

উপরোক্ত পরস্পরের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বিবেচ্য বিষয় হইতেছে যে—

(১) বাদী সিনিয়র রীডার সম্পাদনা সহকারী হিসাবে স্থায়ী সাংবাদিক কি না এবং তিনি তাহার সর্বশেষ মাসিক মজুরী ৪,৮৪০ টাকা প্রাপ্য যোগ্য কি না এবং উক্ত টাকা না দেওয়ায় আসামীগণ কর্তৃক কোন অপরাধ সংগঠন করা হইয়াছে কি না ?

উপরোক্ত প্রসংগে আমরা দাখিলী কাগজপত্র হইতে দেখিতে পাই যে, বাদী কর্তৃক কোন নিয়োগপত্র দাখিল করা হয় নাই এবং নিয়োগের সময় বাদী ও আসামীগণের মধ্যে কি শর্ত ছিল তাহা আমাদের বোধগম্য নহে। তবে ইহা স্বীকৃত যে, বাদী ২০০০ টাকা সর্বশেষ মাসিক বেতন পাইয়া আসিতেছেন। পক্ষান্তরে আসামী পক্ষের কাগজপত্র হইতে দেখা যায় যে, বাদী কর্তৃক ২-১-৯১ ইং তারিখে পার্ট টাইম রীডার পদে নিয়োগ প্রাপ্তির এক প্রার্থনা করা হইয়াছে। আমরা নিউজ পেপার এমপ্লয়ীজ (কনডিসন্স অব সার্ভিস) আইন, ১৯৭৪ এবং ৯-৩-৯১ ইং তারিখের প্রকাশিত ৪র্থ সংবাদ পত্র বেতন বোর্ড রোয়েদাদের বিধানাবলী এবং একই সংগে ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী দেখিলাম। ৪র্থ সংবাদ পত্র কর্মচারী বেতন বোর্ড ১৯৯০ এর রোয়েদাদের ১০ম অধ্যায় নোট ২ তে দেখা যায় যে, "রেফারেন্স এ্যাসিসট্যান্ড ও রিডার পদ দুইটি পরিবর্তন করিয়া যথাক্রমে রেফারেন্স এডিটর/প্রধান সংবাদ গ্রন্থাগারিক ও সম্পাদনা সহকারী করা হইয়াছে"। কাজেই, এই বিধান অনুযায়ী বাদী যে একজন সম্পাদক সহকারী পদে পদাধীকারী এই সম্পর্কে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলাম। তবে আসামীর প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যে পত্রিকা বাহির করা হয় উহা কোন গ্রেডের পত্রিকা এবং বাদী পত্রিকায় গ্রেড অনুযায়ী কোন গ্রেডে বেতন পাওয়ার যোগ্য ইহা তর্কাধীন বিষয় এবং এই প্রসংগে dispute উত্থাপিত হইয়াছে এবং এই dispute বাদী কর্তৃক দাখিলী আই, আর, ও, ২০/৯৬ নম্বর মোকদ্দমা বিচার্য বিষয়। কাজেই, যে, দাবীকৃত মজুরী নিয়া বোনাফাইডি ডিসপিউট রহিয়াছে উহা নিরসন না হওয়া তক ইহা বাক্ত করা যাইবে না যে আসামীগণ কর্তৃক বাদীর প্রাপ্য মজুরী যথাসময়ে প্রদান না করায় তাহারা ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারায় অপরাধ করিয়াছেন। এই সকল কারণে আমি মনে করি আসামীগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের নিমিত্ত পর্যাপ্ত উপকরণের অভাব রহিয়াছে বিধায় তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হইতে তাহারা অব্যাহতি পাইতে হকদার।

সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে—আসামী নং (১) লীনা ইসলাম (২) আনিল ইসলামকে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪১(এ) ধারায় অত্র ফৌজদারী মামলার অভিযোগের দায় হইতে ডিসচার্জ করা হইল। অবিলম্বে তাহাদিগকে তাহাদের স্ব স্ব জামিননামার দায় হইতে মুক্ত করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

ফৌজদারী মামলা নং-১৫/১৯৯৬

আঃ মালেক মাষ্টার,
প্রযত্নে বাংলাদেশ লাইটারেজ শ্রমিক ইউনিয়ন,
১১৫, স্ট্যান্ড রোড,
বাংলা বাজার, চট্টগ্রাম—বাদী।

বনাম

মুহহারুল ইসলাম,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
আল হামরা শিপিং লাইনস লিঃ,
ইলাল চেম্বার,
১১, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা,
থানা মতিঝিল, ঢাকা—আসামী।

রায়

বাদী ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারা মোতাবেক দরখাস্ত করিয়াছে। বাদী পক্ষের সংক্ষিপ্ত মোকদ্দমা এই যে, বাদী আঃ মালেক মাষ্টারের দরখাস্তে উল্লেখিত স্বাক্ষীগণ আসামী মুহহারুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আলহামরা শিপিং লাইনস লিঃ, ইলাল চেম্বার, ১১, মতিঝিল বা/এ, থানা মতিঝিল, ঢাকা প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করিয়া আসিতেছে। বাদী তাহার অধীনে একজন স্থায়ী শ্রমিক পদে চাকুরী করিতেন। তাহার মাসিক মজুরী ৬০৫০ টাকা। আসামী তাহার নিয়োগ পত্র এর বিধান মতে মজুরী পরিশোধ আইনের ৩ ধারা মতে বাদীর মাসিক মজুরী পরিশোধের জন্য দায়ী। উক্ত আসামী ১৯৯২ সালের অক্টোবর হইতে ১৯৯৩ সালের জুন পর্যন্ত বাদীর মজুরী পরিশোধ করেন নাই। ইহার ফলে বাদী ও স্বাক্ষীগণ ঢাকাস্থ তৃতীয় শ্রম আদালতে মজুরী পরিশোধ মামলা নং ৪৫/৯৩ দায়ের করে, যাহা ৮-১-৯৫ তারিখ রায় হয়। উক্ত রায় মোতাবেক আসামী বাদীর পাওনা টাকা ও পরবর্তী সময়ের কোন মজুরী পরিশোধ করে নাই এবং অদ্যাবধি মজুরী পরিশোধ আইনের ৫ ধারা লংঘন করিয়াছে। কাজেই, বাদী কর্তৃক আসামীকে শাস্তি প্রদানের আবেদনে অত্র নালিশী দরখাস্ত দায়ের করা হইয়াছে।

উক্ত নালিশী দরখাস্তের প্রেক্ষিতে আসামী আদালতে উপস্থিত হইয়া জামিন গ্রহণ করে। অতঃপর পরবর্তীতে অনুপস্থিত থাকায় তাহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৩৯(ক) (২) ধারার বিধান মোতাবেক বিচার কার্যাবলী পরিচালিত হয়। পি, ডব্লিউ-১, আঃ মালেক মাষ্টারের জবানবন্দি গ্রহণ করা হয় এবং তাহার দাখিলী কাগজপত্র, প্রদর্শনী-১ ও প্রদর্শনী-২ সিরিজে চিহ্নিত করা হয়।

বিচার্য বিষয়ঃ

(১) বাদী তাহার নালিশী দরখাস্তে আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে কি না?

(২) আসামী কোন শাস্তি পাইবে কি না এবং পাইলে কি পরিমাণ শাস্তি প্রাপ্ত হইবে?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত :

বিচার্য বিষয় নম্বর-১ ও ২ :

সংক্ষিপ্তকরণ ও আলোচনার সুবিধার্থে উভয় বিচার্য বিষয়সমূহ একসাথে আলোচনা করার নিমিত্ত গৃহীত হইল। বাদীর জবানবন্দি, নালিশী দরখাস্ত ও দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হইল। বাদী যে আসামী পক্ষের স্থায়ী শ্রমিক তাহা প্রদর্শনী-২ সিরিজ হইতে ইহার সমর্থন পাওয়া যাইতেছে। প্রদর্শনী-১ মোতাবেক দেখা যায় যে, মজুরী পরিশোধ আইনের অধীন আসামীর বিরুদ্ধে আনীত মোকদ্দমায় ঢাকাস্থ তৃতীয় শ্রম আদালত কর্তৃক ৮৫/৯৩ নম্বর মামলার ৮-১-৯৫ ইং তারিখের একতরফা আদেশ মূলে আসামীকে মজুরী পরিশোধের নিমিত্ত আদেশ দেওয়া হইয়াছে। আসামী মুযহারুল ইসলাম শিপিং লাইনটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সেই সুবাদে তিনি বাদীর মজুরী পরিশোধ করিতে বাধ্য। কিন্তু বাদীর দাবীকৃত অক্টোবর/৯২ হইতে জুন/৯৩ পর্যন্ত মজুরী তাহাকে পরিশোধ করা হয় নাই। ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ৫ ধারার বিধান মোতাবেক ৭ তারিখের মধ্যে আসামী হইতে বাদী মজুরী পাওয়ার অধিকারী এবং উক্ত মজুরী প্রদান না করায় আসামী একাই ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছে বলিয়া আদালতের নিকট প্রতীয়মান হইতেছে।

এমতাবস্থায়, আমি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলাম যে (বাদী) কর্তৃক আসামীর বিরুদ্ধে আনীত নালিশী অভিযোগ সে প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং আসামী মুযহারুল ইসলামকে ৭ (সাত) দিনের বিনা শ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০ (পাঁচশত) টাকা জরিমানা করা হইলে ন্যায় বিচার নিশ্চিত হইবে।

সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে—অত্র ফৌজদারী ১৫/৯৫ নম্বর মোকদ্দমাতে আসামী মুযহারুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আলহামরা শিপিং লাইনস লিঃ, ইলাল চেম্বার, ১১ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, থানা মতিঝিল, ঢাকাকে ১৮৯৮ সনের ফৌজদারী কার্য বিধির ৫(২) ধারাসহ ২৪৫(২) ধারার আওতায় তাহার অনুপস্থিতিতে ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারার বিধান মোতাবেক দোষী সাব্যস্ত করা হইল এবং তাহাকে ৭ (সাত) দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০০ (পাঁচশত) টাকা জরিমানা আদেশ প্রদান করা হইল।

অত্র আদালতে আত্মসমর্পণ অথবা তাহার গ্রেপ্তারীর তারিখ হইতে অত্র আদেশ কার্যকর হইবে।

অত্রাদেশের অনুলিপিসহ গ্রেপ্তারী পরোয়ানার একটি অনুলিপি চীফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা এবং অপর একটি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর প্রেরণ করা হউক।

অত্রাদেশের ৩টি কপি সরকার বরাবর প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক

চেয়ারম্যান,

দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

১১-১২-৯৬

আই, আর, ও, মামলা নং ২৫৯/১৯৯৫

মোঃ ফিরোজ মিঞা,
গুদাম রক্ষক,
রূপালী ব্যাংক লিমিটেড,
বি, বি, রোড শাখা,
নারায়ণগঞ্জ—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) ব্যবস্থাপক,
রূপালী ব্যাংক লিমিটেড,
বি, বি, রোড শাখা,
নারায়ণগঞ্জ।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
রূপালী ব্যাংক লিমিটেড,
প্রধান কার্যালয়,
৩৪, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা,
ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

উপস্থিত : জনাব মোঃ আবদুর রাজ্জাক (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব ফয়েজ আহাম্মদ, (মালিক পক্ষ), সদস্য।
জনাব ফজলুল হক মন্টু, (শ্রমিক পক্ষ), সদস্য।

রায়ের তারিখঃ ০১-১২-৯৬।

রায়

প্রথম পক্ষ মোঃ ফিরোজ মিয়ার মোকদ্দমা সংক্ষিপ্তাকারে এই যে, তিনি দ্বিতীয় পক্ষের নিমিত্ত দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দানের প্রার্থনায় তৎকর্তৃক ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার আওতায় এই মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে।

প্রথম পক্ষ মোঃ ফিরোজ মিয়ার মোকদ্দমা সংক্ষিপ্তকারে এই যে, তিনি দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে ১৬-৮-৭৯ ইং তারিখ হইতে গুদাম রক্ষক হিসাবে একাধারে কাজ করিয়া আসিতেছেন। তিনি দ্বিতীয় পক্ষগণের গুদাম রক্ষক হিসাবে তাহাদের নির্দেশ মত যখন যে গুদামে কাজের প্রয়োজন হয় তখন সেই গুদামে কাজ করেন। এবং গুদামে কাজ না থাকিলে ব্যাংকের শাখায় দ্বিতীয় পক্ষেরই নির্দেশে জেনারেল ব্যাংকিং এর কাজ করিয়া থাকেন যেমন—টোকেন ইস্যু করা, স্ক্রল নম্বর দেওয়া, স্টেটমেন্ট তৈরী করা, লেজার পোষ্টিং, ক্লিয়ারিং দেওয়া ইত্যাদি এমন কি ডি, ডি, টি, টি, এম, টি ও পে-অর্ডার ঋণের বিবরণীও প্রস্তুত করিয়া থাকেন। তাহার কাজ কর্মের জন্য তাহাকে দ্বিতীয় পক্ষের নিকট জবাবদিহি করিতে হয়। সামান্য কোন ভুলত্রুটির জন্যও দ্বিতীয় পক্ষ তাহাকে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করেন এবং তাহাদের নিকট তাহার কাজের জন্য জবাবদিহি করিতে হয়। তা'ছাড়া একাধারে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে ৩ মাসের অধিক কাজ করায় তিনি তাহাদের অধীনে একজন স্থায়ী শ্রমিক। ইহা ব্যাতিরেকে তিনি অন্যান্য

স্থায়ী গুদাম রক্ষকের ন্যায় ১৯৮৫ সালে ৩০০০ টাকা ক্যাশ সিকিউরিটি, ১০,০০০ টাকা ম্যান সিকিউরিটি প্রদান করিয়াছেন। তাহাকে অন্যান্য স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় ক্যাজুয়াল ছুটি, অসুস্থতাজনিত ছুটি, বাৎসরিক ছুটি, বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট, বোনাস ইত্যাদি প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় পক্ষ তাহার প্রাপ্য অর্থ সরাসরি তাহার নামের হিসাবে অন্যান্য স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় জমা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাকে প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুযোগ ও পদোন্নতির জন্য বিবেচনা করা হয় নাই। প্রথম পক্ষকে যদি পদোন্নতির জন্য বিবেচনা করা হইত তবে তিনি এতদিন ইন্সপেক্টর ও জুনিয়র অফিসার পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত হইতেন। তাহার নিয়োগের পর অনেক নূতন স্থায়ী গুদাম রক্ষককে নেওয়া হইয়াছে। ১৯৯৩ সনে নূতন গুদাম রক্ষকদের নিয়োগ প্রদান করিয়া অনেককে পদোন্নতি দিয়া ইন্সপেক্টর পদে পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহাকে কোন পদোন্নতি দেওয়া হয় নাই। অতঃপর তাহাকে স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা না দেওয়ায় তিনি দ্বিতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় অত্র আদালতে আই, আর ও, ৫৩/৯৩ নম্বর মোকদ্দমা দায়ের করেন। উক্ত মোকদ্দমায় তিনি সময় মত হাজির হইতে না পারায় উহা খারিজ হইয়া যায়। উক্ত মোকদ্দমা খারিজ হওয়ায় তাহার অপূরণীয় ক্ষতি হয়। তাহার পূর্বের মামলা করার কারণ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। কাজেই, ১৬-৮-৭৯ ইং তারিখ হইতে স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দানের প্রার্থনায় তৎকর্তৃক এই মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত বর্ণনা দাখিলক্রমে তৎকর্তৃক এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হইয়াছে।

সংক্ষেপে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে না এবং তামাদি বা দোবরা দোষে বারিত এবং কারণাভাবে অচল। প্রথম কোন দিনই স্থায়ী শ্রমিক ছিলেন না। তাহার দরখাস্তের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে দ্বিতীয় পক্ষের খাতক মেসার্স মইনুদ্দিন কোং গোডাউনে গুদাম রক্ষক হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে, তিনি খাতকের কর্মচারী এবং তাহার বেতনও খাতকের হিসাব হইতে প্রদান করা হয়। তিনি কখনো ব্যাংকের কর্মচারী/শ্রমিক ছিলেন না এবং খাতকের হিসাব বন্ধের সংগে সংগে তাহার নিয়োগও স্বয়ংক্রিয়ভাবে বা গতানুগতিকভাবে শেষ হইয়া যাইবে। অস্থায়ী পদের বিপরীতে একজন অস্থায়ী শ্রমিক হিসাবে ৩ মাস কাজ করার পর তিনি স্থায়ী শ্রমিক হওয়ার যে দাবী করিয়াছেন তাহা সঠিক নয় এবং স্থায়ী পদের বিপরীতে যদি তিনি ৩ মাস শিক্ষানবিস হিসাবে কাজ করিতেন তবে তিনি স্থায়ী শ্রমিক হওয়ার দাবী রাখিতে পারিতেন। প্রথম পক্ষকে খাতকের সম্মতি সাপেক্ষে সাময়িক ছুটি, অসুস্থতাজনিত ছুটি, বাৎসরিক ছুটি, বোনাস ইত্যাদি দেওয়া হইয়া থাকে। যেহেতু প্রথম পক্ষ একজন অস্থায়ী প্রকল্পের বিপরীতে খাতকের অস্থায়ী কর্মচারী সেহেতু তাহাকে বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি বা প্রভিডেন্ট ফান্ড বা পদোন্নতির সুবিধা ব্যাংকের স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক দেওয়া বা বিবেচনা করা হয় না। ইহা ব্যতিরেকে ১৯৯৩ সালের কোন স্থায়ী গুদাম রক্ষক নিয়োগ এবং কোন পদোন্নতি দেওয়া হয়

নাই। ব্যাংকে স্থায়ী গুদাম রক্ষকের মঞ্জুরীকৃত পদ খুবই সীমিত এবং ব্যয় বাজেটও সীমাবদ্ধ। একজন স্থায়ী গুদাম রক্ষকের পদ মৃত্যু অথবা অবসরজনিত কারণে শূন্য হইলে উহা তালিকাভুক্ত অস্থায়ী গুদাম রক্ষকের মধ্যে হইতে পূরণ করার নিমিত্ত অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এমতাবস্থায়, একজন অস্থায়ী শ্রমিক হিসাবে প্রথম পক্ষ কোন অধিকার অর্জন করে নাই। কাজেই, তাহার মোকদ্দমাটি খরচাসহ খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয় :

(১) মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে কি না?

(২) মোকদ্দমাটি তামাদি বা দেবরা দোষে বারিত কি না?

(৩) প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে গণ্য হইবেন কি না?

(৪) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে কোন প্রতিকার পাইতে হকদার কি না?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত :

বিচার্য বিষয় নম্বর ১, ২, ৩ ও ৪ :

সংক্ষিপ্তকরণ ও আলোচনার সুবিধার্থে সকল বিচার্য বিষয়গুলি একত্রে পর্যালোচনার জন্য গৃহীত হইল। ইহা স্বীকৃত যে, প্রথম পক্ষ/পি. ডব্লিউ-১, ১৬-৮-৭৯ ইং তারিখের নিয়োগ পত্র, প্রদর্শনী-১ মতে অস্থায়ী গুদাম রক্ষক হিসাবে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন। প্রদর্শনী-২ সিরিজ হইতে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথমপক্ষকে গোডাউন রক্ষক হইতে ক্লার্ক পদে ব্যাংক প্রাংগনে কাজ করার নিমিত্ত ২১-৮-৭৯ ইং তারিখে নিয়োগাদেশ প্রদান করা হইয়াছে। প্রদর্শনী-৩ সিরিজ মূলে দেখা যায় যে, ১৪-১১-৮৪ ইং তারিখে তাহাকে পুনরায় গুদামে বদলী করা হয়। ১৬-৭-৯২ ইং তারিখে তাহাকে মেসার্স বাবুল এন্টারপ্রাইজের সারের গুদামে বদলী করা হয়। প্রদর্শনী-৪ মূলে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষকে ৪-২-৮৫ ইং তারিখে নিয়োগ পত্রের শর্ত মোতাবেক ৩,০০০ টাকা ক্যাশ সিকিউরিটি এবং ১০,০০০ টাকা ম্যান সিকিউরিটি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ব্যতিরেকে প্রথম পক্ষ কর্তৃক পি. ডব্লিউ-১ হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান কালে তিনি তাহার জবানবন্দীতে এই মর্মে স্বাক্ষ্য দিয়াছেন যে, গুদামে কাজ না থাকিলে দ্বিতীয় পক্ষের নির্দেশ মোতাবেক টোকেন ইস্যু করা, স্কল নম্বর দেওয়া, ষ্টেটমেন্ট তৈরী করা, লেজার পোষ্টিং, ক্লিয়ারিং, ডি, ডি, টি, টি, এম, টি ও পে-অর্ডার ঋণের বিভিন্ন বিবরণী তৈরী করিয়া থাকেন। এই সকল কাজ-কর্ম করিতে গিয়া কোন ভুল-ভ্রান্তি হইলে তাহাকে দ্বিতীয় পক্ষের নিকট জবাবদিহি করিতে হয়। ১৯৮৫ সনে প্রথম পক্ষ স্থায়ী গুদাম রক্ষক এর ন্যায় ১০,০০০ টাকা ম্যান সিকিউরিটি ও ৩,০০০ টাকা ক্যাশ সিকিউরিটি প্রদান করিয়াছেন। তাহার সাক্ষ্যে আরও বলেন যে, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও পদোন্নতির সুবিধা ব্যতিরেকে দ্বিতীয় পক্ষ ব্যাংক হইতে তিনি সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছেন এবং পদোন্নতির জন্য তাহাকে বিবেচনা করা হইলে এতদিনে তিনি জুনিয়র অফিসার হইতেন। ১৯৯৩ সনে তাহার অস্থায়ী গুদাম রক্ষক হিসাবে কর্মরত থাকা অবস্থায় দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক অনেক স্থায়ী গুদাম রক্ষক নিয়োগ করা হয় এবং অনেককে পরিদর্শক পদে পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহাকে পদোন্নতির জন্য বিবেচনা করা হয় নাই।

ডি, ডব্লিউ-১ হিসাবে রূপালী ব্যাংক বি, বি, রোড শাখা, নারায়ণগঞ্জ এর ব্যাংক অফিসার জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন কর্তৃক তাহার জেরার স্বাক্ষ্যে ইহা ব্যক্ত হইয়াছে যে, প্রথম পক্ষ বর্তমানে বি, বি রোড শাখা, নারায়ণগঞ্জ কাজ করিতেছেন। ব্রাঞ্চের ম্যানেজার যে গুদামে কাজের হুকুম করেন তিনি (প্রথম পক্ষ) তাহাই করিয়া থাকেন। ইহা ব্যতিরেকে ম্যানেজার তাহাকে ছুটি দিয়া থাকেন এবং বদলী করিয়া থাকেন। তিনি জেরার সাক্ষ্যে আরও বলেন যে, স্থায়ী কর্মচারীদের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ডের বিধান রহিয়াছে এবং ব্যাংকের নিজস্ব স্থায়ী গুদাম রক্ষক বা ঐ প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা পাইয়া থাকেন।

উপরে বর্ণিত দালিলিক ও মৌখিক স্বাক্ষ্য পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষই হইতেছে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ এবং তাহাদের তত্ত্বাবধানেই প্রথম পক্ষ গোডাউন রক্ষক হিসাবে কাজ কর্মসহ ব্যাংকের বিভিন্ন শাখায় কাজ করিয়া আসিতেছেন। প্রথম পক্ষের ছুটি ছাটাও দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রদান করা হইয়াছে। কাজেই, স্পষ্টতঃ ইহা প্রমাণিত হয় যে, প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে একজন স্থায়ী শ্রমিক এবং খাতকের অধীনে কোন শ্রমিক নহেন। এই প্রসংগে ৪৬ ডি, এল, আর (১৯৯৪), ১৪৩, পৃষ্ঠাতে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, রূপালী ব্যাংক লিঃ এবং অন্যান্য-বনাম-চেয়ারম্যান, প্রথম শ্রম আদালত মোকদ্দমাতে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা হইল। ইহা ব্যতিরেকে উপরে বর্ণিত স্বাক্ষ্য প্রমাণাদির ভিত্তিতে আমি এই সিদ্ধান্তেও উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, প্রথম পক্ষ নিয়োগের তারিখ হইতে অদ্যাবধি দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে একটানা কর্মরত রহিয়াছেন। কাজেই, তিনি নিয়োগদানের তারিখ হইতে স্থায়ী শ্রমিকের সকল প্রকার সুবিধাদি প্রদানের দাবী যে কোন সময় উত্থাপন করিতে পারেন যতক্ষণ না পর্যন্ত তাহার দাবী দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক মিটানো না হয় এবং এতদক্ষেত্রে তামাদি আইনের ২৩ ধারার বিধান অনুসরণে তাহার দাবীর কারণ বিদ্যমান থাকিবে বা চলিতে থাকিবে। অতএব, সাধারণ তামাদি আইনের দৃষ্টিতেও মোকদ্দমাটি অচল নহে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

অপরদিকে আই, আর, ও, মামলা নং ৫৩/৯৩তে স্বীকৃত মতে অনুপস্থিতজনিত কারণে খারিজ হইয়া যাওয়ায় উক্ত খারিজা আদেশ অত্র মোকদ্দমাতে রেস জুডিকেটা বা দোবরা দোষ হিসাব গণ্য হইবে না। কারণ, উক্ত মোকদ্দমায় বিষয়ভিত্তিক কোন সিদ্ধান্ত অত্র আদালত কর্তৃক গৃহীত হয় নাই। এমতাবস্থায়, সর্বদিকে বিবেচনাক্রমে আমি এই সিদ্ধান্তেও উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে আইনগত কোন প্রতিবন্ধকতা নাই বা তামাদি বা দোবরা দোষে বারিত নহে এবং প্রথম পক্ষ তাহার নিয়োগের তারিখ হইতে স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা পাইতে হকদার।

বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে—অত্র মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে নিঃখরচায় মঞ্জুর হইল। অদ্য হইতে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে প্রথম পক্ষকে ১৬-৮-৭৯ ইং তারিখ হইতে একজন স্থায়ী শ্রমিকের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিবার নিমিত্ত দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হইল।

অত্র রায়ের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক

চেয়ারম্যান,

দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

ফৌজদারী মামলা নং-২৮/৯৬

মোঃ শফিকুর রহমান, রিটাচার,
দৈনিক মিল্লাত,
বাসাঃ
১৫৮, সনটেক, কাজলা,
ডেমরা, ঢাকা।—অভিযোগকারী।

বনাম

(১) জনাব চৌধুরী মোঃ ফারুক,
সম্পাদক,
দৈনিক মিল্লাত,
২৮, টয়েনবি সার্কুলার রোড,
ফকিরের পুল, মতিঝিল বা/এ,
ঢাকা-১০০০।

(২) মাহবুবুর রহমান,
বার্তা সম্পাদক,
দৈনিক মিল্লাত,
২৮, টয়েনবি সার্কুলার রোড,
ফকিরের পুল, মতিঝিল বা/এ,
ঢাকা-১০০০।

(৩) দেওয়ান ওয়াজীর হাসান,
সংস্থাপন ব্যবস্থাপক,
দৈনিক মিল্লাত,
২৮, টয়েনবি সার্কুলার রোড,
ফকিরের পুল, মতিঝিল বা/এ,
ঢাকা-১০০০—আসামীগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-০৯, তারিখঃ ১৯-০১-৯৭।

মামলাটি চার্জ শুনানীর জন্য ধার্য আছে। বাদী ও আসামী নং (২) মাহবুবুর রহমান উপস্থিত। আসামী নং (১) চৌধুরী মোঃ ফারুকের পক্ষে বিজ্ঞ-আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। আসামী নং (৩) দেওয়ান ওয়াজীর হাসানের বিজ্ঞ-আইনজীবী তাহার ব্যক্তিগত উপস্থিতি মওকুফের জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। ইহা ব্যতিরেকে আসামী পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪১(এ) ধারায় আসামীগণকে ডিসচার্জ করিয়া দেয়ার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন।

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবীগণের বক্তব্য অভিযোগ গঠনের পক্ষে বিপক্ষেও ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪১(এ) ধারার উল্লেখে দাখিলী দরখাস্তের উপর শুনানী গ্রহণ করা হইল।

নালিশী দরখাস্ত মোতাবেক অভিযোগকারী মোঃ শফিকুর রহমানকে ১-১-৯৩ ইং তারিখ হইতে আসামীগণের অধীনে সিনিয়র রিটাচার হিসাবে প্রথমে ১২০০ টাকা এবং পরবর্তীতে ৬ মাস পর অর্থাৎ ১-৮-৯৩ তারিখ হইতে ১৪০০ টাকা এবং ১-২-৯৪ ইং তারিখ হইতে ১৫০০ টাকা এবং ১-২-৯৫ ইং তারিখ হইতে ২০০০ টাকা মাসিক বেতন দেওয়া হয়। ৪র্থ

সংবাদ পত্র কর্মচারী বেতন বোর্ড ১৯৯০ এর রোয়েদাদ মোতাবেক আসামীগণের পত্রিকাটি "ক" ক্যাটাগরীর পাত্রিকা। তাহার মূল বেতন প্রদান যোগ্য ২৩২৫ টাকা এবং তিনি অন্যান্য ভাতাদিসহ ৪৩৫২.৫০ টাকা বেতন পাওয়ার হকদার। "কিন্তু আসামীগণ তাহার বেতন বোর্ডের ঘোষণা অনুযায়ী উক্ত প্রাপ্য টাকা প্রদান করেন নাই এবং ২ নং আসামী গত ৩-৩-৯৫ ইং তারিখ হইতে তাহাকে কাজ হইতে বিরত রাখিতেছেন। তাহার নিয়োগকাল হইতে বেতন বোর্ড রোয়েদাদ অনুযায়ী বেতন না দেওয়ায় তিনি ১,১৭,৬৫২.৫০ টাকা বেতন পাইতে হকদার। তিনি মৌখিকভাবে এবং ১৮-৫-৯৩ ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে তাহার পাওনা চাহিয়াছেন। কিন্তু আসামীগণ তাহা পরিশোধ করেন নাই। যথাসময়ে পরিশোধ না করায় তাহারা ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ৫ ধারার বিধান লংঘন করতঃ উক্ত আইনের ২০ ধারা মোতাবেক শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন।

অপরদিকে আসামীগণ কর্তৃক এই মর্মে তাহাদের দাখিলী দরখাস্তে উল্লেখ করা হইয়াছে যে ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫, ২০, ২১ এবং ২২ ধারায় সংকলিত বিধান পরিপন্থি বিধায় অত্র মোকদ্দমা একই আইনের ২০ ধারায় অচল। ইহা ব্যতিরেকে বাদী কর্তৃক এই মোকদ্দমা দায়েরের বহুপূর্বে আই, আর, ও, মামলা নং ২৯/৯৬ দায়ের করা হইয়াছে যাহা বিচারাধীন এবং সেখানে বাদীর বাদী বিরোধযোগ্য অবস্থায় রহিয়াছে। কাজেই, আসামীগণ ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪১(এ) ধারার আওতায় ডিসচার্জ যোগ্য।

বিচার্য বিষয়ঃ

(১) আসামীগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের যৌক্তিকতা আছে কি না ?

পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্তঃ

আমরা উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনিলাম এবং কাগজপত্রসহ আই, আর, ও, ২৯/৯৬ মোকদ্দমার নালিশী দরখাস্তটি পর্যালোচনা করা হইল। উক্ত আই, আর, ও, ২৯/৯৬ নম্বর মোকদ্দমা মতে বাদী কর্তৃক এই মর্মে প্রার্থনা করা হইয়াছে যে ৪র্থ সংবাদ পত্র কর্মচারী বেতন বোর্ড ১৯৯০ এর রোয়েদাদ অনুযায়ী তাহার প্রাপ্য সকল বেতন-ভাতাদি এবং অন্যান্য সুবিধাদি প্রদানসহ তাহাকে কাজে যোগদান করার নিমিত্ত আসামীগণের প্রতি আদেশদানের প্রার্থনা করা হইয়াছে। উক্ত মোকদ্দমাতে জুন/৯৬ পর্যন্ত সর্বমোট বকেয়া বেতন দাবী করা হয় ১,২২,০০৫ এবং বর্তমান মোকদ্দমাতে মে/৯৬ পর্যন্ত বেতন দাবী করা হইয়াছে ১,১৭,৬৫২.৫০ টাকা।

অভিযোগ গঠন সংক্রান্ত শুনানীকালে বাদীর বিজ্ঞ-আইনজীবী জনাব মাহবুবুল আলম সিদ্দিকী কর্তৃক এই মর্মে তাহার বক্তব্য পেশ করা হয় যে আসামীগণ কর্তৃক গত ৩-৩-৯৩ ইং তারিখ হইতে বাদীকে বে-আইনীভাবে কাজ করা হইতে বিরত রাখা হইয়াছে এবং মার্চ/৯৬ হইতে মে/৯৬ পর্যন্ত বেতন-ভাতাদি পরিশোধ না করায় বা তাহার নিয়োগকাল হইতে ৪র্থ সংবাদপত্র কর্মচারী বেতন বোর্ড ১৯৯০ রোয়েদাদ অনুযায়ী বেতন পার্থক্য প্রদান না করায় আসামীগণ সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান লংঘন করিয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন।

আসামীগণের বিজ্ঞ-আইনজীবী জনাব এ, বি, এম আনোয়ার হোসেন কর্তৃক এই মর্মে বক্তব্য রাখা হয় যে, বেতন প্রদানে বিলম্বের ক্ষেত্রে বাদীর কোন অনুযোগ বা দাবী থাকে সেক্ষেত্রে বাদীকে ১৫ ধারায় দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবে। কিন্তু তাহা না করায় আসামীগণের বিরুদ্ধে মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারায় কোন কার্যক্রম চলিতে পারে না। একইভাবে তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, বাদীর দাবীর বিষয়ে অত্র আদালতে আই, আর, ও, ২৯/৯৬ নম্বর মোকদ্দমা বিচারাধীন রহিয়াছে। কাজেই, আসামীগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের নিমিত্ত পর্যাপ্ত উপকরণের অভাব রহিয়াছে।

নথিদৃষ্টে দেখা যায় যে, বাদীর বেতন পরিশোধ বিলম্বজনিত কারণে বাদী কর্তৃক ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫ ধারায় কোন দরখাস্ত দাখিল করা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ বাদীর দাবীর বিষয়টি আই, আর, ও, ২৯/৯৬ নম্বর মোকদ্দমাতে বিরোধীয় বিষয় হিসাবে অত্র আদালতে বিচারাধীন রহিয়াছে। এমতাবস্থায়, আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, আসামীগণের বিরুদ্ধে অত্র মোকদ্দমা অভিযোগ গঠনের স্বপক্ষে পর্যাপ্ত উপকরণাদির অভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। কাজেই, আসামীগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠিত হইতে পারে না।

সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে—আসামী নং (১) চৌধুরী মোঃ ফারুক (২) মাহবুবুর রহমান (৩) দেওয়ান ওয়াজীর হাসান-কে ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারাসহ ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪১(এ) ধারার আওতায় অত্র মোকদ্দমার অভিযোগের দায় হইতে ডিসচার্জ করা হইল। অবিলম্বে আসামীগণকে জামিননামার দায় হইতে মুক্ত করা গেল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক

চেয়ারম্যান,

দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
মোঃ সিকান্দার আলী মণ্ডল, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।